ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে

বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

গবেষণা সিরিজ-১৫

প্রফেসর ডা: মো: মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বিভাগীয় প্রধান, সার্জারী বিভাগ

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯-৪৭৪৬১৭, ০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭
E-mail: qrfbd2012@gmail.com
www.qrfbd.org
For online order: www. shop.qrfbd.org

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০৯
চতুর্থ সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০১৮

কম্পিউটার কম্পোজ

QRF

মূল্য: ৭৪ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই

অথেন্টিক প্রিন্টার্স
আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা
ফোন: ৭১৯২৫৩৯
মোবাইল: ০১৭২০১৭৩০১০

ক্রম.	সূচীপত্র	পৃষ্ঠা
১	আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ	০৪
২	চিকিৎসক হয়েও কেনো এ বিষয়ে কলম ধরলাম	০৫
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	০৯
৪	আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা/প্রবাহচিত্র	২১
৫	মূল বিষয়	২২
৬	ঈমান ও জান্নাতের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে Common sense	২২
৭	ঈমান ও জান্নাতের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়	২৪
৮	ঈমান ও জান্নাতের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে কুরআনে উপস্থিত থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত	২৪
৯	ঈমান ও জান্নাতের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে কুরআন	২৭
১০	ঈমান ও জান্নাতের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত	৪৩
১১	ঈমান ও আমল থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বক্তব্য ধারণকারী হাদীস এবং সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা	৪৪
	১. ঈমান ও আমল থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে-এমন বক্তব্য ধারণকারী হাদীস এবং সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা	৪৮
	২. আমলের কথা উল্লেখ না করে 'ঈমান থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে'-এমন বক্তব্যধারণকারী হাদীস এবং সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা	৬১
	৩. ঈমান থাকলে আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকলেও ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর শাফায়াতের মাধ্যমে মাফ পেয়ে জান্নাত লাভ করবে- এমন বক্তব্য সম্বলিত হাদীস এবং সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা	৬২
	৪.'ঈমানদার ব্যক্তি জাহান্নামে গেলেও কিছুকাল শাস্তি ভোগ করে শাফায়াত বা আল্লাহর ইচ্ছায় বের হয়ে এসে চিরকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবে'-এমন বক্তব্যধারণকারী হাদীস এবং সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা	৬৪
১২	পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত	৭৩
১৩	কুরআন ও Common sense-এর সরাসরি বিরোধী বক্তব্য ধারণকারী হাদীস বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থকারদের গ্রন্থে স্থান পাওয়ার বিষয়টি পর্যালোচনা	৭৪
১৪	কবীরা গুনাহর সংখ্যা	৭৪
১৫	শেষ কথা	৭৬

আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ

‘ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে’ কথাটি বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিম জানেন এবং বিশ্বাসও করেন। এ ধারণা-বিশ্বাসের প্রভাবে বর্তমান বিশ্বের অসংখ্য ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিদের ইসলামের ব্যাপারে দ্বিমুখী আচরণ (Double standard) তথা করণীয় ও নিষিদ্ধ উভয় ধরনের কাজ একসাথে পালন করতে দেখা যায়। সমাজে যারা চোখ খুলে চলাফেরা করে তাদের কেউ এটি অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয় না। এ ধারণা ও বিশ্বাস বর্তমান মুসলিম সমাজের চরম অশান্তি এবং মুসলিম জাতির বর্তমান অধঃপতনের একটি মূল কারণ। কথাটি চালু হয়েছে কিছু হাদীস থেকে। যে হাদীসগুলোর বক্তব্য কুরআন, অন্য শক্তিশালী হাদীস ও Commos sense-এর সরাসরি বিপরীত। এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য কী তা জাতির সামনে তুলে ধরা বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য। বর্তমান মুসলিম সমাজের চরম অশান্তি এবং মুসলিম জাতির বর্তমান চরম অধঃপতন থেকে উত্তরণের ব্যাপারে পুস্তিকাটি বিরাট ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসক হয়েও কেনো এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেনো এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেনো কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিলো। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড় বড় বই পড়ে বড় চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবখানি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন মাজীদ পড়ে ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্যে যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম

ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো-

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً ۙ أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, তা যারা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরেনা, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেননা (তাদের ছোটখাট গুনাহও মাফ করবেননা), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থ কিছু পাওয়া। ছোট ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড় ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড় কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন- তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোট ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করেনা বা মানুষকে জানায়না, তারা যেনো তাদের পেট আগুন দিয়ে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবেনা। অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবেনা। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেননা। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতখানি আমার মনে পড়লো-

كِتٰبٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

অনুবাদ: এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেনো কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মু'মিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা: কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের অন্তরে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা (না বলা) অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দূরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু'টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন- মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবেনা (বলা বন্ধ করবেনা) বা ঘুরিয়ে বলবেনা।

কুরআনের অন্য জায়গায় (আল-গাশিয়াহ/৮৮ : ২২, আন-নিসা/ ৪ : ৮০) আল্লাহ রাসূল (সা.)কে বলেছেন- পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবেনা। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবেনা, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখনিতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলোনা। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (সিহাহ সিত্তার প্রায় সব হাদীসসহ আরো অনেক

হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বইটি লেখা আরম্ভ করি ২০. ০৩. ২০০৩ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআনিআ (কুরআন নিয়ে আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এবং কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি তিনি যেনো এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রাসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেনো আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন-এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান
২০. ০৩. ২০০৩

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি আল্লাহ প্রদত্ত মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক।

ক. আল কুরআন

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বিষয় ও কিছু আনুসঙ্গিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেনো ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়), অধিকাংশ দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়) এবং কিছু অমৌলিক বিষয়।

এটা আল্লাহ এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেনো তাদের জীবন পরিচালনার মূল বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিলো যে, রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর পর আর কোনো নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল কুরআনের তথ্যগুলো যাতে রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ

তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো, সবক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন-'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা।'

(গোলাম আহমাদ বাররী, তারীখে তাফসীর, পৃষ্ঠা- ১৩৮)

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেনো অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন- কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই।

বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ (হাদীস)

সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রাসূল (সা.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা সমর্থন করতেন না। তাই সুন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দ্বারা যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায় তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয়না। তাই সুন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে। কখনও বিরোধী হবেনা। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন সূরা আল হাক্কাহ এর ৪৪-৪৭ নং আয়াতের মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ

অনুবাদ: আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অত:পর অবশ্যই আমরা

তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অত:পর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত করতে পারতে।

(আল হাক্কাহ/৬৯: ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। কিন্তু তা মূল বিষয়ের বিরোধী নয়। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে যেয়ে রাসূল (সা.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসকে যেন দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে না দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. Common sense

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'Common sense-এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেনো'** নামক পুস্তিকাটিতে। তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি দিক সম্পর্কিত বাস্তবতা, কুরআন ও হাদীসের কিছু তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো। তথ্যগুলো পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের জানা ও মানা দরকার।

বাস্তবতা

মানুষের জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের জন্য কোনটি উপকারী (সঠিক) এবং কোনটি ক্ষতিকর (ভুল বা রোগসৃষ্টিকারী) তা পার্থক্য করতে পারা এবং উপকারী জিনিস শরীরে ঢুকতে দেয়া ও ক্ষতিকর জিনিস ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের মহাকল্যাণকর এক দারোয়ান আল্লাহ সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। মানুষের জীবন শান্তিময় হওয়ার জন্য সঠিক জ্ঞান ও ভুল জ্ঞান পার্থক্য করতে পারা এবং জ্ঞানের রাজ্যে সঠিক জ্ঞান ঢুকতে দেয়া ও ভুল জ্ঞান ঢোকা প্রতিরোধ করতে পারার বিষয়টিও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নামের মহাকল্যাণকর এক **দারোয়ান** সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই সহজে বলা যায়, সঠিক জ্ঞান ও ভুল জ্ঞান পার্থক্য করতে পারা এবং জ্ঞানের রাজ্যে সঠিক জ্ঞান ঢুকতে দেয়া ও ভুল জ্ঞান ঢোকা প্রতিরোধ করতে পারার জন্য কোনো একটি ব্যবস্থা তথা **দারোয়ান** জন্মগতভাবে সকল মানুষকে মহান আল্লাহর

দেয়ার কথা। বাস্তবে আল্লাহ তা'য়ালা সকল মানুষকে তা দিয়েছেন। সে দারোয়ান হলো বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

কুরআন

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ؕ

অনুবাদ: কসম মনের (অন্তর/Mind) এবং তাঁর যিনি তাকে সঠিকভাবে গঠন করেছেন। অত:পর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক), (পার্থক্য করার শক্তি)। অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে (ঐ শক্তিকে) উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে (ঐ শক্তিকে) অবদমিত করবে।

(আশ্-শামস/৯১ : ৭, ৮)

ব্যাখ্যা: ভুল ও সঠিক পার্থক্য করার শক্তি হলো 'জ্ঞানের শক্তি'। মহান আল্লাহ মানুষকে জন্মগতভাবে দু'টি শক্তি দিয়েছেন-জীবনী শক্তি ও জ্ঞানের শক্তি। জীবনী শক্তি দেয়ার আল্লাহর পদ্ধতি হলো 'ফুঁক', যা তিনি জানিয়েছেন সূরা হিজরের ২৯ নং আয়াতে-

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ

অনুবাদ: যখন আমি তাকে বিন্যস্ত করবো এবং আমার রূহ থেকে কিছু তাকে ফুঁকে দেবো তখন তোমরা তাঁর প্রতি সিজদাবনত হবে।

(হিজর/১৫: ২৯)

অন্যদিকে মানুষকে জ্ঞানের শক্তি দেয়ার আল্লাহর পদ্ধতি হলো 'ইলহাম'। যা তিনি জানিয়েছেন সূরা শামসের ৭ ও ৮ নং আয়াতের মধ্যে।

তাই, সূরা শামসের ৮নং আয়াতখানিতে মহান আল্লাহ বলেছেন- তিনি জন্মগত-ভাবে 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে মানুষকে জ্ঞানের শক্তি দিয়েছেন। জন্মগতভাবে লাভ করা এই জ্ঞানের শক্তিকে বোধশক্তি, বিবেক, Common sense, আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান বা **عقل** বলে। এ কথাটি যে সত্য, তা আমরা সকলেই অনুভব করি।

অন্যদিকে, সূরা শামসের ৯ ও ১০ নং আয়াত থেকে জানা যায় জন্মগতভাবে লাভ করা এই শক্তিটি উৎকর্ষিত বা অবদমিত হতে পারে। তাই Common sense এর তথ্য সঠিক ও ভুল উভয়টি হতে পারে। তাই Common sense এর তথ্য অপ্রমাণিত (সাধারণ)।

হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'مُسْنَدِهِ 'حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: جِئْتُ إِلَى رَسُولِ ﷺ أَسْأَلُهُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ: جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ، وَالْإِثْمِ. فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ أَسْأَلُكَ عَنْ غَيْرِهِ، فَقَالَ: الْبِرُّ مَا انْشَرَحَ لَهُ صَدْرُكَ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَإِنْ أَفْتَاكَ عَنْهُ النَّاسُ.

অনুবাদ: *ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.), আবূ আবদুল্লাহ আস-সুলামী (রা.)-এর বলা বর্ণনা, সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবদুর রহমান বিন মাহদী থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন-* আবূ আবদুল্লাহ আস-সুলামী (রা.) বলেন, আমি রসূল (স.)-এর সাহাবী ওয়াবেসাকে (রা.) বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, আমি রসূল (স.) এর নিকট নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে আসলাম। তখন রসূল (স.) বললেন, তুমি কি নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? তখন আমি বললাম: আপনাকে যিনি সত্যসহ নবী হিসেবে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন তার শপথ করে বলছি, আমি এটি ভিন্ন অন্য কিছু জিজ্ঞেস করতে আসিনি। তখন রসূল (স.) বললেন, নেকী হল সেটি যা দ্বারা তোমার **ছদর** স্বস্তি/প্রশান্তি লাভ করে। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার **ছদরে** সন্দেহ/সংশয়/অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও মানুষ তোমাকে সে বিষয়ে ফতোয়া দেয়।

- হাদীসটি সনদ ও মতন সহীহ
- মুসনাদে আহমাদ, আবূ আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০১২ খ্রী.) مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ (সিরিয়ান সাহাবীদের হাদীস) حَدِيثُ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْأَسَدِيِّ نَزَلَ الرَّقَّةَ (ওয়াবেসা বিন মা'বাদ আল-আসাদী-এর হাদীস), ১০ম খণ্ড, হাদীস নং ১৭৯২২, পৃ. ৫৬৩।

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানিসহ অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি শক্তি আছে যা বুঝতে পারে কোনোটি সঠিক ও কোনোটি ভুল। মানুষের মনের ঐ

শক্তিকে বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান বলে।

হাদীসখানির শেষে 'যদিও মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়' কথাটির মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যত বড় মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেনো।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ فِيْ 'مُسْنَدِهِ 'حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟

অনুবাদ: *ইমাম আহমদ (রহ.), আবু হুরায়রা (রা.)-এর বলা বর্ণনা, সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল আলা থেকে শুনে তাঁর হাদিস গ্রন্থে লিখেছেন-* আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোন কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক, কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে। অনুরূপ ইসলামের ফিতরাতে ভূমিষ্ট সন্তানকে মা-বাবা তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবন ধারায় প্রবাহিত করে ভ্রান্তধর্মী বানিয়ে ফেলে)

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানি থেকে জানা যায় যে, শিক্ষা ও পরিবেশের প্রভাবে Common sense পরিবর্তীত হয়ে যায়। অর্থাৎ ইসলামের বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের প্রভাবে Common sense অবদমিত হয়। আর ইসলামের সম্পূরক শিক্ষা ও অনুকূল পরিবেশের প্রভাবে Common sense উৎকর্ষিত হয়।

- হাদীসটি সনদ ও মতন সহীহ
- মুসনাদে আহমাদ, আবূ আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০১২ খ্রী.) مُسْنَدُ الْمُكْثِرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ (সিরিয়ান সাহাবীদের হাদিস) مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (ওয়াবেসা বিন মা'বাদ আল-আসাদী'র হাদিস), ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ৭১৮১, পৃ. ৪২৪।

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানিসহ আরো হাদীস থেকে জানা যায়, মা-বাবা তথা শিক্ষা ও পরিবেশ মানব শিশুকে ইসলামী প্রকৃতি থেকে সরিয়ে ইহুদী, ঈসায়ী বা মজুসী তথা অন্য ধর্ম-বিশ্বাসের অনুসারী বানিয়ে দেয়। অর্থাৎ শিক্ষা ও পরিবেশের কারণে মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense অবদমিত বা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাই সে অন্য ধর্ম-বিশ্বাসের অনুসারী হয়ে যায়।

তাই, কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায় এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেই জানি-পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা Common sense পরিবর্তিত হয়। আর তাই Common sense বিরোধী কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে কুরআন ও প্রয়োজন হলে হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে। আবার Common sense সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগে কুরআন ও প্রয়োজন হলে হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

Common sense এর গুরুত্ব

Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করার গুরুত্ব কি পরিমাণ তা মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

তথ্য - ১

إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা: যারা Common sense -কে যথাযথভাবে কাজে লাগায় না তাদেরকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো- একটি হিংস্র জীব ২-৪ জনের বেশী মানুষের ক্ষতি করতে পারেনা। মানুষ সেটিকে মেরে ফেলে। কিন্তু Common sense-কে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো একজন মানুষ (Non-sense মানুষ) লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষতি করতে পারে।

তথ্য - ২

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

অনুবাদ: আর যারা Common sense কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন (ভুল চেপে বসে)।

(ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করে তবে আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী তাদের ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

অনুবাদ: তারা আরো বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা: আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে- যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো অথবা ইসলাম জানার জন্য Common sense কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। কারণ, Common sense কে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে যথাযথভাবে ব্যবহার করলে তারা জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে পারতো। আর সহজেই বুঝতে পারতো যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর সকল কথা Common sense সম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারতো এবং তাদের দোযখে যেতে হতো না। আয়াতখানি থেকে তাই বুঝা যায়, কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা জাহান্নামে যাওয়ার একটা কারণ হবে।

তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি সাধারণ (অপ্রমাণিত) উৎস হিসেবে নেয়া হয়েছে। তবে Common sense ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে-

ক. Common sense বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা অধঃপতিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না

খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে Common sense উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-সুন্নাহর কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয়না

গ. মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী কুরআন এর কোনো বক্তব্য যদি বুঝা না যায় তবুও তাকে সত্য বলে নি:সন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোনো কোনো আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে নাও আসতে পারে। আর এ কারণেই আল্লাহ Common sense এর ব্যবহার এবং কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করাকে কোনো বিশেষ কালের মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করে দেননি। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি-

১. অল্প সময়ে রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে পৌঁছার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের (সা.) মে'রাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন- দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (VIDEO recording) এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'কাজ দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সম্ভব ছিলো না। তাই পুরাতন তাফসীরগুলোতে এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা (রেকর্ডিং কর্মচারী) দিয়ে ভিডিও রেকর্ডের মত রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিস্ক (Computer disk) বা তার চেয়েও উন্নত কোনো পদ্ধতিতে সংরক্ষিত রাখছেন। শেষ বিচারের দিন এ রেকর্ড তথ্য-প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের মোফাসসিরগণের পক্ষে তার সঠিক তাফসীর করা সম্ভব হয়নি। আর এর কারণ হলো বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তর পর্যন্ত না পৌঁছানো। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়া এবং উৎকর্ষিত হওয়ার কারণে পরের যুগের যোগ্য মানুষদের কুরআন ও সুন্নাহ অধিক ভালো বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারার বিষয়টি রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ البخاري رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ ... ... أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ... ...

অনুবাদ: *ইমাম বুখারী (রহ.), আবু বাকরা (রা.) এর বলা বর্ণনা, সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ থেকে শুনে তাঁর হাদীসগ্রন্থে লিখেছেন-* আবূ বাকরা

(রা.) বলেন, কুরবানীর দিন নবী (স.) আমাদের খুত্বা দিলেন এবং বললেনঃ **... ... ...** সাবধান! আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছায়েছি (রিসালাতের বাণী)? তারা (সাহাবীগণ) বললেন, হ্যাঁ। (অত:পর) তিনি বললেন- হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো। অত:পর উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ বক্তব্য পৌঁছে দেয়। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে যার নিকট পৌঁছানো হয় সে শ্রোতা অপেক্ষা অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হয় ... ...।

- হাদীসটি সনদ ও মতন সহীহ
- সহীহুল বুখারী, আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (আল-কাহিরাহ: মাকতাবাতুস্ সফা, ২০১৩ খ্রী.),كِتَابُ الحَجِّ (হজ্জ অধ্যায়), بَابُ الخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى (মিনা দিবসে খুৎবা প্রদান পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ১৭৪১, পৃ. ২০৮।

হাদীস-২

أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في 'سننه' حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ نِصْفَ النَّهَارِ، قُلْنَا: مَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِشَيْءٍ يَسْأَلُهُ عَنْهُ، فَقُمْنَا فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، سَأَلَنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولَ ﷺ يَقُولُ: نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ.

অনুবাদ: *ইমাম তিরমিযী (রহ.), যাইদ ইবনু সাবিত (রা.) -এর বলা বর্ণনা, সনদের ৭ম ব্যক্তি মাহমূদ বিন গাইলান থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন-* সনদের ২য় ব্যক্তি আবান ইবনু 'ওসমান (রহ) বলেন, কোন একদিন যাইদ ইবনু সাবিত (রা.) ঠিক দুপুরের সময় মারওয়ানের নিকট হতে বেরিয়ে আসলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম, সম্ভবতঃ কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করার জন্যই এ সময়ে মারওয়ান তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমরা উঠে গিয়ে তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি আমার কাছে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করেছেন, যা আমি রসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট শুনেছি। আমি

রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি- আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির চেহারা আনন্দ-উজ্জ্বল করুন, যে আমার একটি কথা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনেছে, তারপর তা স্মরন রেখেছে, অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজের তুলনায় অধিক জ্ঞানের অধিকারীর নিকট জ্ঞান পৌঁছে দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজে জ্ঞানী নয়।

- হাদীসটি সনদ ও মতন সহীহ
- সুনানুত তিরমিযী, আবূ ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন সাওরাহ আত-তিরমিযী (মিসর: দারুল মাওয়াদ্দাহ, ২০১৩ খ্রী.), أَبْوَابُ الْعِلْمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَثِّ عَلَى تَبْلِيغِ السَّمَاعِ (রসূলুল্লাহ সা. থেকে জ্ঞান অধ্যায়), (শ্রুত জ্ঞান প্রচারে অনুপ্রেরণা দেয়া পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৬৫৬, পৃ. ৪৭১।

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয়না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি উপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেনো? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। তাহলে দেখা যায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense এর ন্যায় বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর আলোকে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে বিজ্ঞানের কোনো তত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ؕ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ.

অনুবাদ: শীঘ্রই আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।

(হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা: দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদুর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ হলো- প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে যা বলা হয়েছে- খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদুর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক অর্থবোধক বা কুরআন ও সুন্নাহ-এ উল্লেখ নেই এমন বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর অন্য তথ্য এবং Common sense– এর আলোকে ইসলামের যে কোনো যুগের একজন জ্ঞানী ব্যক্তির গবেষণার ফলকে **'কিয়াস'** বলে। আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া অথবা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে **'ইজমা'** (Concensus) বলে। তাই সহজে বুঝা যায়- কিয়াস বা ইজমা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস নয়। কিয়াস ও ইজমা হলো আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি (কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense) ব্যবহার করে একটি বিষয়ে যে কোনো যুগের জ্ঞানী ব্যক্তির একক বা সামষ্টিক গবেষণার ফল। গবেষণার ফল কখনো উৎস হতে পারেনা। গবেষণার ফল হবে সূত্র বা রিফারেন্স। তাই কিয়াস ও ইজমা উৎস হবেনা। কিয়াস ও ইজমা হবে সূত্র বা রিফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যে কোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এ ব্যাপারে কিয়াস করার সুযোগ নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা (প্রবাহচিত্র)

যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের নীতিমালাটি (প্রবাহচিত্র) মহান আল্লাহ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং এবং সূরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭নং আয়াতসহ আরো আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রাসূল (সা.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে '**কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা (প্রবাহচিত্র)**' নামক বইটিতে। প্রবাহ চিত্রটি এখানে উপস্থাপন করা হলো-

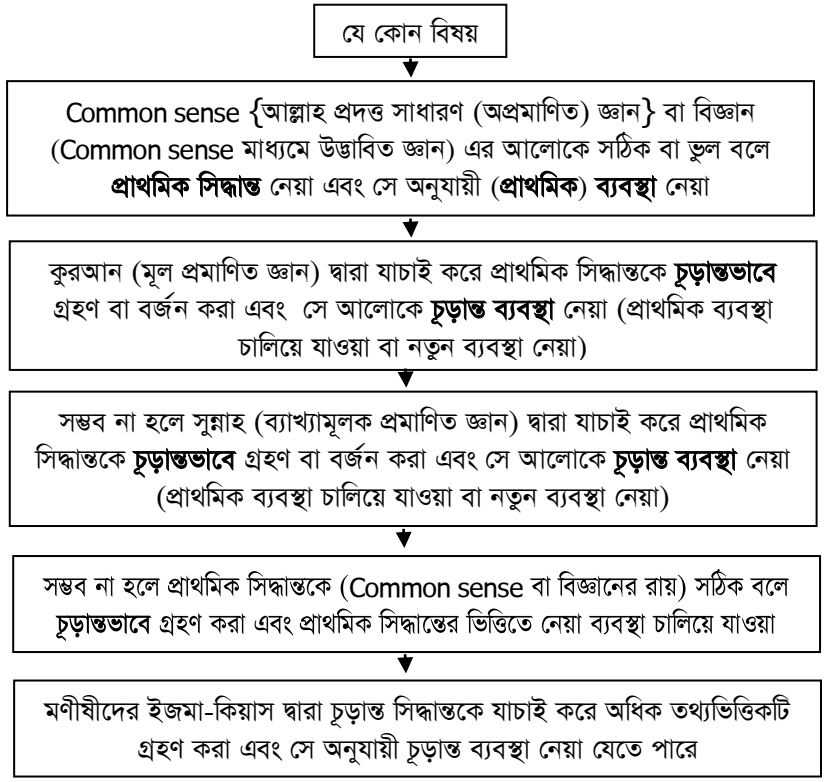

হাদীস গ্রন্থসমূহে 'ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত বেশকিছু হাদীস উপস্থিত আছে। বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিম কথাটি বিশ্বাসও করেন। আর এ ধারণা-বিশ্বাসের প্রভাবে বর্তমান বিশ্বের অসংখ্য ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিদের ইসলামের ব্যাপারে দ্বিমুখী আচরণ (Double standard) করতে দেখা যায়। অর্থাৎ এ কথাটির প্রভাবে বর্তমান বিশ্বের অসংখ্য ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিদের ইসলামের করণীয় ও নিষিদ্ধ উভয় ধরনের কাজ একসাথে পালন করতে দেখা যায়। বর্তমান মুসলিম বিশ্বে উপস্থিত থাকা সামাজিক অশান্তিরও এটি একটি প্রধান কারণ। আমার মুসলিম বন্ধু বা সহকর্মীদের ইসলাম নিষিদ্ধ কাজ করা দেখে যখন তা নিষেধ করেছি তখন তাদের অনেকে সরাসরি বলেছে 'ঈমান আছে ফলে একদিন না একদিনতো বেহেশতে যাবই তাই দুনিয়ার মজাটা আগে লুটে নেই'। এটি একটি বাস্তব অবস্থা। সমাজে যারা চোখ খুলে চলাফেরা করে তাদের কেউ এটি অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয় না। তাই ঐ সকল হাদীস পর্যালোচনা করে সঠিক তথ্য জাতির সামনে তুলে ধরা আজ সময়ের দাবি।

প্রথমে আমরা ঈমান ও জান্নাতের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে Common sense ও কুরআনের তথ্য জানার চেষ্টা করবো। তারপর হাদীসশাস্ত্রে উপস্থিত থাকা এ সম্পর্কিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

ঈমান ও জান্নাতের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে Common sense

এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার আগে চলুন আমরা Common sense কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতিসমূহ জেনে নেবো। আমাদের গবেষণা মতে-

Common sense কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি হলো দু'টি-

১. Common sense কে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা

২. Common sense কে ইসলামের ঘরের আল্লাহর নিয়োগকৃত দারো-য়ানের মর্যাদা দেয়া।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের নীতিমালা বা প্রবাহচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) এবং **'Common sense-এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন'** (গবেষণা সিরিজ-৬), নামক বই দু'খানিতে।

এ মূলনীতি খেয়ালে রেখে চলুন এখন ঈমান ও জান্নাতের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে Common sense-এর তথ্যসমূহ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জানা যাক-

দৃষ্টিকোণ-১

❑ বিশ্বাসের কল্যাণ পাওয়ার পূর্ব শর্তের দৃষ্টিকোণ

Common sense অনুযায়ী কোন বিশ্বাসের কল্যাণ পাওয়ার পূর্বশর্ত হলো ঐ বিশ্বাসের দাবি অনুযায়ী কাজ (আমল) করা। ঈমান হলো এক বিশেষ ধরনের বিশ্বাস। আর ঐ বিশ্বাসের বিষয়বস্তুটি হলো কালেমা তাইয়্যেবা। তাই Common sense অনুযায়ী 'ঈমান' নামক বিশ্বাসের কল্যাণ পেতে হলে ঈমানের দাবী অনুযায়ী কাজ করতে হবে। অর্থাৎ Common sense অনুযায়ী ঈমান দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ পেতে হলে ঈমানের দাবী অনুযায়ী (জান্নাত পাওয়া মূলক) আমল করতে হবে।

ঈমানের পরকালীন সবচেয়ে বড় কল্যাণ হলো জান্নাত। তাই, Common sense অনুযায়ী ঈমানের জন্য জান্নাত পেতে হলে ঈমানের দাবী অনুযায়ী আমল করতে হবে।

দৃষ্টিকোণ-২

❑ অসৎ মু'মিন তৈরি হওয়ার দৃষ্টিকোণ

ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল না থাকলে যদি জান্নাত পাওয়া যায় বা কিছুদিন জাহান্নামে থেকে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাওয়া যায় তবে নিশ্চিতভাবে পৃথিবীতে অসৎ মু'মিনের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবে। ইসলাম মানুষকে সৎ বানাতে চায়। তাই, এ দৃষ্টিকোণ থেকেও Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়- ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল না থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে বা কিছুদিন জাহান্নামে থেকে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাওয়া যাবে কথাটি সঠিক নয়।

দৃষ্টিকোণ-৩

❑ মৌলিক বিষয়ে একটি ভুল থাকলে যেকোন কর্মকাণ্ড শতভাগ ব্যর্থ হওয়ার দৃষ্টিকোণ

Common sense অনুযায়ী যেকোন কর্মকাণ্ডে মৌলিক একটি ভুল থাকলে কর্মকাণ্ডটি আংশিক নয়, শতভাগ ব্যর্থ হয়। যেমন- পিত্তপাথর বা এপিন্ডিসাইটিস অপারেশনে মৌলিক একটি ভুল হলে অপারেশনটি শতভাগ ব্যর্থ হয়। আর এ তথ্যটি মুসলিমদের ভুলে না যাওয়ার ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন দিনে ৫ বার সালাতের মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দিয়ে। সালাতের ১৩টি ফরজ বিধানের একটিতে ভুল হলে সালাত শতভাগ ব্যর্থ হয়। তাই, সালাত আবার পড়তে হয়। যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী ইত্যাদি আমলের বিধানের মাধ্যমেও আল্লাহ একই শিক্ষা মুসলিমদের দিয়েছেন।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাই সহজে বলা যায়- পরকালে একজন মু'মিনের আমলনামায় একটি মৌলিক ভুল (কবীরা গুনাহ) থাকলে তার দুনিয়ার জীবন

শতভাগ ব্যর্থ ধরা হবে। আর তাই তাকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে-

১. মু'মিনকে জান্নাত পেতে হলে কবীরা গুনাহ মুক্ত আমল নিয়ে পরকালে যেতে হবে

২. মৃত্যুর সময় আমলনামায় একটিও কবীরা গুনাহ থাকলে মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

ঈমান ও জান্নাতের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়

২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী কোনো বিষয়ে Common sense এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায় যে, ঈমান ও জান্নাতের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো-

১. ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল না থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে বা কিছুদিন জাহান্নামে থেকে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাওয়া যাবে কথাটি সঠিক নয়

২. মু'মিনকে জান্নাত পেতে হলে কবীরা গুনাহ মুক্ত আমল নিয়ে পরকালে যেতে হবে

৩. মৃত্যুর সময় আমলনামায় একটিও কবীরা গুনাহ থাকলে মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

নীতিমালা অনুযায়ী এখন আমাদেরকে ঈমান ও জান্নাতের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআনের তথ্যের আলোকে যাচাই করে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার চেষ্টা করতে হবে।

ঈমান ও জান্নাতের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে কুরআনে উপস্থিত থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত

একটি বিষয় সম্পর্কে কুরআনে (ও সুন্নাহে) উপস্থিত থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ একটি পূর্বশর্ত মহান আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে মানব সভ্যতাকে স্পষ্টকরে জানিয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা এবং তার বাস্তব প্রয়োগ না থাকার কারণে ইসলামের অনেক মূল বিষয়ে বর্তমান মুসলিম জাতির জ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞান থেকে বহু দূরে। তাই বিষয়টি মুসলিম উম্মাহর জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে কুরআনের সরাসরি বক্তব্য হলো-

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অনুবাদ: প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense) যা অবস্থিত (সম্মুখ ব্রেইনের) অগ্রভাগে।

(হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা: এখানে বলা হয়েছে- মানুষের মনে থাকা Common sense-এ একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্বে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজীতে বলা হয় এভাবে- What mind does not know eye will not see.

এ বিষয়ে সহজ একটি উদাহরণ হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের রোগ নির্ণয়ের বিষয়টি। রোগের লক্ষণ (Symptoms & Sign) আগে থেকে মাথায় না থাকলে রুগী দেখে রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা কোন চিকিৎসকের পক্ষে সম্ভব হয় না। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এ তথ্যটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রকে ভালোভাবে শিখিয়ে দেয়া হয়। আর সকল চিকিৎসক তাদের প্রতিদিনের জীবনে তথ্যটির সত্যতার প্রমাণ বাস্তবে দেখে।

তাই, এ আয়াতের আলোকে বলা যায়- একটি বিষয় সম্পর্কে সম্মুখ ব্রেইনের অগ্রভাগে থাকা Common sense-এ আগে থেকে ধারণা না থাকলে ঐ বিষয় ধারণকারী কুরআনের আয়াত (ও সুন্নাহ) মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। আর তাই, এ আয়াত অনুযায়ী- একটি বিষয় ও তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে Common sense-এ আগে থেকে ধারণা থাকা ঐ বিষয় ধারণকারী কুরআনের আয়াত (ও সুন্নাহ) খুজে পাওয়ার পূর্বশর্ত।

প্রশ্ন আসতে পারে কুরআনে উল্লেখ থাকা সকল বিষয় সম্পর্কে ধারণা বা জ্ঞান মানুষের Common sense-এ আছে কী? না তা নেই। তবে Common sense নামক জ্ঞানের শক্তিটিতে আল্লাহ জন্মগতভাবে ইলহামের মাধ্যমে কিছু বুনিয়াদি (Basic) জ্ঞান দিয়ে দিয়েছেন। এ বুনিয়াদি জ্ঞানগুলো হলো সাধারণ নৈতিকতার বিষয়গুলো। যেমন- সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা খারাপ, পরোপকার করা ভালো, কারো ক্ষতি করা খারাপ, ঘুষ খাওয়া খারাপ ইত্যাদি অসংখ্যা বিষয়। এ তথ্যটা জানিয়ে দেয়া হয়েছে এভাবে-

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا .

অনুবাদ: আর শপথ মানুষের মনের (অন্তর/Mind) এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অত:পর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি Common sense)।

(আশ্-শামস/৯১ : ৭, ৮)

Common sense-কে উৎকর্ষিত করা যায়। আর কিভাবে Common sense-কে উৎকর্ষিত করা যায় তা আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

তথ্য-১

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ

অনুবাদ: তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মনের (মনে থাকা Common sense-এর) অধিকারী হতে পারতো যার মাধ্যমে (কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়লে সঠিকভাবে) বুঝতে পারতো এবং এমন কানের অধিকারী হতে পারতো যা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শোনার পর সঠিকভাবে বোঝার মতো) শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো।

(হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা: মানুষ দেশ ভ্রমণ করলে কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বোঝার মতো Common sense এবং শ্রুতিশক্তির অধিকারী হতে পারে। এর কারণ হলো- পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব (সত্য) বিষয় বা উদাহরণ দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের মনে থাকা Common sense উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত Common sense-এর মাধ্যমে মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়ে বা শুনে তার প্রকৃত শিক্ষা সহজে বুঝতে পারে। বর্তমানে জ্ঞান অর্জনের উপায় হিসেবে দেশ ভ্রমণ করার সাথে যোগ হয়েছে-

- বিজ্ঞান, ইতিহাসসহ বিভিন্ন বই পড়া
- Geographic channel দেখা
- Discovery channel দেখা

তথ্য-২

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا .....

অনুবাদ: হে যারা ঈমান এনেছো! যদি তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও তবে তিনি তোমাদের ভুল ও সঠিক পার্থক্যকারী শক্তি (Common sense-কে উৎকর্ষিত করে) দিবেন ... ...

(আনফাল/৮ : ২৯)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ-সচেতন হওয়ার উপায়সমূহ হলো-

১. কুরআন, সুন্নাহ অধ্যয়ন করা
২. দেশ ভ্রমণ করা, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের বই পড়া, Geographic ও Discovery channel দেখা ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা

তাই, এ আয়াত থেকে জানা যায়- উপরে উল্লিখিত উপায়ে জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহ-সচেতন হতে পারলে মানুষের Common sense উৎকর্ষিত হয়।

এ সকল আয়াত থেকে জানা যায়- উপরে উল্লিখিত উপায়সমূহে Common sense-কে যে যতো উৎকর্ষিত করতে পারবে সে ততো কুরআন (ও সুন্নাহ) ভাল বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে।

ঈমান ও জান্নাতের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে Common sense-এর তথ্য এখন আমাদের মাথায় আছে। তাই, চলুন এখন খোঁজা যাক এ বিষয়ে কুরআনে কোন তথ্য আছে কিনা? এর মাধ্যমে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী বিষয়টি সম্পর্কে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাবো, ইনশাআল্লাহ।

ঈমান ও জান্নাতের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে কুরআন

কুরআন পর্যালোচনা করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার মূল নীতিমালা

কুরআন পর্যালোচনা করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার নীতিমালা কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সে নীতিমালা বর্তমান সময়ের মুসলিমরা হারিয়ে ফেলেছে। তাই, ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয়ে তাদের জ্ঞান কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-থেকে বহু দূরে। আমাদের গবেষণা মতে সে মূল নীতিসমূহ হলো-

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য নেই
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন
৪. কুরআন বিরোধী হাদীসকে কুরআনের ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ না করা
৫. অতীন্দ্রীয় বিষয় ভিন্ন সত্য উদাহরণকে অল্লাহর নিকট থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেয়া
৬. একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় Common sense-এর রায় বা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা
৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসূখ) হওয়া কোন আয়াত নেই তথা কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে বিষয়টি মনে রাখা
৮. আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞান

আর কুরআনের সঠিক জ্ঞান অর্জন বা ব্যাখ্যা করার সাথে এ আটটি মূলনীতির মধ্যকার সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থান হলো-

অবস্থান-১

আরবী ভাষা ও গ্রামারের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআন সরাসরি অধ্যয়ন করে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২
আরবী ভাষা ও গ্রামারের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের যথাযথ জ্ঞান অর্জন বা অর্থ ও ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হবেন যদি তিনি উপরে বর্ণিত ৭টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩
আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন যদি তিনি উপরে বর্ণিত ৭টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪
আরবী ভাষা ও গ্রামারের কিছু জ্ঞান থাকা ব্যক্তি অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অনুবাদ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি উপরে বর্ণিত ৭টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫
কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে, বুঝাতে, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার উপরে বর্ণিত ৭টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও গ্রামারেরও ভালো জ্ঞান আছে।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের নীতিমালা বা চলমানচিত্র'** গবেষণা সিরিজ-১২।

এ মূলনীতিসমূহ খেয়ালে রেখে চলুন এখন ঈমান ও জান্নাতের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়টি আল কুরআনের যে সকল দৃষ্টিকোণ থেকে জানা যায় তা দেখা যাক। আল কুরআনের যে সকল দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি জানা যায় তার শিরোনাম হলো-

১. জান্নাত পেতে হলে ঈমানের সাথে আমল থাকতে হবে- বক্তব্য ধারণকারী আয়াতের দৃষ্টিকোণ
২. জান্নাত পেতে হলে ঈমানদারকে কবীরা গুনাহ মুক্ত হয়ে মৃত্যুবরণ, তথা পরকালে যেতে হবে- বক্তব্য ধারণকারী আয়াতের দৃষ্টিকোণ
৩. তাওবার মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মুক্ত না হয়ে মৃত্যুবরণ, তথা পরকালে গেলে ঈমানদারকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে- বক্তব্য ধারণকারী আয়াতের দৃষ্টিকোণ
৪. পরকালে আমলনামায় একটি মাত্র কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে- বক্তব্য ধারণকারী আয়াতের দৃষ্টিকোণ
৫. পরকালে মু'মিন ব্যক্তির জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসতে না পারা সম্বলিত বক্তব্য ধারণকারী আয়াতের দৃষ্টিকোণ

৬. শাফায়তের মাধ্যমে মু'মিন ব্যক্তির জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসতে না পারা সম্বলিত বক্তব্য ধারণকারী আয়াতের দৃষ্টিকোণ।

এ সকল দৃষ্টিকোণের দিক থেকে পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ে কুরআনে উপস্থিত থাকা বক্তব্য-

দৃষ্টিকোণ-১

❑ জান্নাত পেতে হলে ঈমানের সাথে আমল থাকতে হবে বক্তব্য ধারণকারী আয়াতের দৃষ্টিকোণ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অনুবাদ: নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয়, তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ারও কারণ নেই।

(বাকারা/২ : ২৭৭)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানিতে প্রতিদান পাওয়ার স্থানটি অনির্দিষ্ট। তাই, এটি দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানের জন্য প্রযোজ্য। আখিরাতের প্রতিদানের সবচেয়ে বড়টি হলো জান্নাত। তাই, আয়াতখানি থেকে জানা যায়- যাদের ঈমান ও আমল আছে তারা পরকালে জান্নাত পাবে।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ.

অনুবাদ: কিন্তু তাদেরকে নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, অতঃপর তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন প্রতিদান।

(ত্বীন/৯৫ : ৬)

ব্যাখ্যা: নিরবচ্ছিন্ন প্রতিদান হলো জান্নাত। তাই, আয়াতখানি থেকে জানা যায়- ঈমান ও আমল থাকলে তথা ঈমান ও ঈমানের দাবী অনুযায়ী আমল থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

অনুবাদ: পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে যে সৎকাজ করে এবং সে মু'মিন তাকে দুনিয়ায় পবিত্র জীবন-যাপন করাবো এবং (পরকালে) তার উত্তম কাজের জন্যে প্রাপ্য পুরস্কার দেবো।

(নাহল/১৬ : ৯৭)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'য়ালার নিকট থেকে পাওয়া সবচেয়ে বড় পুরস্কার হলো জান্নাত। তাই, এ আয়াতখানি থেকেও জানা যায়- ঈমান ও ঈমানের দাবী অনুযায়ী আমল থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ

অনুবাদ: অতঃপর যে সৎকাজ করবে এবং মু'মিন হবে তার কোন প্রচেষ্টাই (কাজই) অস্বীকার করা হবে না।

(আম্বিয়া/২১ : ৯৪)

ব্যাখ্যা: 'কোন প্রচেষ্টাই (কাজই) অস্বীকার করা হবে না'- কথাটির অর্থ হলো সকল কাজের পুরস্কার পাওয়া যাবে। তাই, এ আয়াতখানির আলোকেও বলা যায়- ঈমান ও আমল থাকলে তথা ঈমান ও ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে।

وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

অনুবাদ: কালের কসম। নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।

(সূরা আসর)

ব্যাখ্যা: সুরাটিতে ক্ষতির স্থানটি অনির্দিষ্ট। অর্থাৎ এটি দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানের জন্য প্রযোজ্য। এ সুরাটি থেকেও তাই জানা যায়- ঈমান ও আমল তথা ঈমান ও ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল না থাকলে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সবচেয়ে বড় বিষয়টি হলো জান্নাত না পাওয়া। তাই, সুরাটি থেকে সহজে বলা যায়- ঈমানের বিনিময়ে জান্নাত পেতে হলে তার আমলনামায় ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল থাকতে হবে।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا.

অনুবাদ: যে সৎকাজ করে এবং মু'মিন। সে কোন অবিচার ও ক্ষতির আশঙ্কা করবে না।

(ত্বাহা/২০ : ১১২)

ব্যাখ্যা: সৎকাজ করার পর অবিচার ও ক্ষতির আশঙ্কা হওয়ার সবচেয়ে বড় বিষয় হলো পরকালে জান্নাত না পাওয়া। তাই, আয়াতখানি থেকে জানা যায়- জান্নাত পেতে হলে আমল এবং ঈমান উভয়টি থাকতে হবে।

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ.

অনুবাদ: তারা কি (ঈমান আনার ব্যাপারে) শুধু অপেক্ষা করে যে, তাদের নিকট ফেরেশতা আসবে, কিংবা তোমার প্রতিপালক আসবেন কিংবা তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে? যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসবে (মৃত্যু বা অন্য আযাব) সেদিন তার ঈমান কোন কাজে আসবে না, যে পূর্বে ঈমান আনেনি অথবা ঈমান থাকা অবস্থায় (ঈমান আনার পর) কোন নেকী অর্জন করেনি (সৎকাজ করার মাধ্যমে); বলো, তোমরা প্রতীক্ষা করো, নিশ্চয় আমরাও প্রতীক্ষায় থাকলাম।

(আন'আম/৬ : ১৫৮)

ব্যাখ্যা: এ আয়াত থেকে জানা যায় ঈমান আনার পর ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল না করে মৃত্যুবরণ করলে সে ঈমানের কোন কল্যাণ (মূল্য) পাওয়া যাবে না। তাই, আয়াতখানি থেকে জানা যায়- জান্নাত পেতে হলে আমল এবং ঈমান উভয়টি থাকতে হবে।

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُوْنَ . وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ.

অনুবাদ: মানুষ কি মনে করেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদেরকে (আ'মলের মাধ্যমে) পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমরা তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছিলাম, অতঃপর আল্লাহকে অবশ্যই জেনে নিতে হবে কে (ঈমান আনার ব্যাপারে) সত্যবাদী এবং অবশ্যই জেনে নিতে হবে কে (ঈমান আনার ব্যাপারে) মিথ্যাবাদী।

(আনকাবুত/২৯ : ২)

ব্যাখ্যা: এ আয়াত থেকে জানা যায়, ঈমানের ঘোষণা দেয়া ব্যক্তিকে (মু'মিনকে) ঈমানের দাবি অনুযায়ী আ'মল করে প্রমাণ করতে হবে যে তার ঘোষণাটি সত্য। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী যে মু'মিন খুশি মনে তথা বিনা ওজরে ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল করবে না তার ঈমান নেই বলে ধরা হবে। তাই, তার জান্নাত পাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাই, আয়াতখানি থেকেও জানা যায়- জান্নাত পেতে হলে ঈমান ও আমল উভয়টি থাকতে হবে।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা: এগুলো এবং আল কুরআনে উপস্থিত থাকা এ ধরনের আরো অনেক আয়াত থেকে পরিস্কারভাবে জানা যায়- ঈমান আনার পর জান্নাত পেতে হলে আমল থাকতে হবে। তবে জান্নাত পাওয়ার জন্য ঈমানের দাবি অনুযায়ী কী ধরনের আমল থাকতে হবে তা এ সকল আয়াত থেকে জানা যায় না।

দৃষ্টিকোণ-২

❑ জান্নাত পেতে হলে ঈমানদারকে কবীরা গুনাহ মুক্ত হয়ে মৃত্যু বরণ তথা পরকালে যেতে হবে বক্তব্য ধারণকারী আয়াতের দৃষ্টিকোণ

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيمًا.

অনুবাদ: যদি তোমরা (মু'মিনরা) কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকতে (মুক্ত থাকতে বা হতে) পার তাহলে আমরা তোমাদের (মধ্যম ও ছগীরা) গুনাহ মাফ করে দিব এবং তোমাদের সম্মানজনক স্থানে (জান্নাতে) প্রবেশ করাবো

(নিসা/৪: ৩১)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ এখানে প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন- ঈমানদারদের জান্নাত পেতে হলে কবীরা গুনাহ মুক্ত হয়ে পরকালে যেতে হবে।

فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ. وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُوْنَ.

অনুবাদ: বস্তুত তোমাদের যা দেয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগসামগ্রী; কিন্তু আল্লাহর নিকট যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী (জান্নাতের সামগ্রী)। (উহা) তাদের জন্য যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে। আর যারা বড় পাপ (কবীরা গুনাহ) ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং রাগান্বিত হলে ক্ষমা করে দেয়।

(শুরা/৪২ : ৩৬, ৩৭)

ব্যাখ্যা: আয়াত দু'খানি থেকেও প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়- ঈমানদারদের জান্নাত পেতে হলে কবীরা গুনাহ মুক্ত হয়ে পরকালে যেতে হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা: এ সকল আয়াত থেকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়- ঈমানদারদের জান্নাত পেতে হলে কবীরা গুনাহ মুক্ত হয়ে পরকালে যেতে হবে। অর্থাৎ এ সকল আয়াত অনুযায়ী- ঈমান ও কবীরা গুনাহ মুক্ত আমল নিয়ে পরকালে যেতে পারলে ঈমানদার জান্নাত পাবে।

দৃষ্টিকোণ-৩

❑ তাওবার মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মুক্ত না হয়ে মৃত্যুবরণ তথা পরকালে গেলে ঈমানদারকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে- বক্তব্য ধারণকারী আয়াতের দৃষ্টিকোণ

وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوا سَلاَمًا. وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا. إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَحِيْمًا.

অনুবাদ: আর রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে বিনীতভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন বোধশক্তিহীন লোকেরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে-বিদায় (সালাম)। আর তারা রাত অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থেকে। আর তারা বলে- হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত করুন; নিশ্চয় এর শাস্তি সর্বনাশা। নিশ্চয় বিশ্রামস্থল ও বাসস্থান হিসাবে তা খুবই নিকৃষ্ট। আর যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না আবার কৃপণতাও করে না, বরং তারা থাকে এ দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে। আর তারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না, আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না; যে এরূপ করবে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে অপমানিত অবস্থায় স্থায়ীভাবে থাকবে। সে ছাড়া যে তাওবা করে, ঈমান দৃঢ় করে নেয় ও সৎকাজ করে। অতঃপর আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পরিবর্তন করে দেবেন নেকী দ্বারা; আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(সূরা ফোরকান/২৫: ৬৩-৭০)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতসমূহে রহমানের দাস তথা মু'মিন বান্দাদের বিষয়ে বক্তব্য রাখা হয়েছে। অপব্যয়, কৃপণতা, শিরক, মানুষ হত্যা, ব্যভিচার ইত্যাদি কবীরাহ গুনাহ। এখানে প্রথমে আল্লাহ বলেছেন- যে মু'মিনরা ঐ কবীরা গুনাহসমূহ করবে তারা জাহান্নামে যাবে এবং চিরকাল সেখানে থাকবে। তারপর আল্লাহ বলেছেন-

যারা তাওবা করে ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল করা শুরু করবে তাদের সকল গুনাহ তিনি শুধু মাফই করবেন না, সেগুলোকে সওয়াবে পরিবর্তন করে দিবেন। তাহলে এ আয়াতসমূহ থেকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়-

১. মু'মিনদের পরকালে জান্নাত পেতে হলে কবীরা গুনাহ তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে নিয়ে পরকালে যেতে হবে

২. কবীরা গুনাহসহ পরকালে পৌঁছলে মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَآئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلاَّ اللَّمَمَ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ

অনুবাদ: যারা (যে মু'মিনরা) ছোট-খাটো গুনাহ ছাড়া কবীরাহ গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে দূরে থাকবে, (তাদের ব্যাপারে) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের ক্ষমার পরিধি ব্যাপক।

(নাজম/৫৩: ৩২)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ এখানে প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন- যে সকল ঈমানদার কবীরা গুনাহ থেকে মুক্ত, তাদের অন্য গুনাহ তিনি ক্ষমা করে দিবেন। অন্য গুনাহ মাফ হওয়ার আল্লাহর প্রণয়ন করা ও জানিয়ে দেয়া উপায়সমূহ হলো- নেক আমল, দোয়া, শাফায়াত। তাই, ৩.১ নং তথ্যের আয়াতসমূহের সাথে এ আয়াতে তথ্য মেলালে জানা যায়- মু'মিন তাওবার মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মুক্ত হয়ে পরকালে যেতে পারলে জান্নাত পেয়ে যাবে।

اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ

অনুবাদ: সৎকাজ অবশ্যই গুনাহকে মিটিয়ে দেয়

(হুদ/১১ : ১১৪)

ব্যাখ্যা: এখানে বলা হয়েছে নেক আমল গুনাহকে রহিত করে দেয়। ৩.১নং তথ্যের আয়াতসমূহের মাধ্যমে আমরা জেনেছি কবীরাহ গুনাহ তাওবা ব্যতীত মাফ হয় না। তাই এ আয়াতের শিক্ষা হলো- নেক আমল দ্বারা ছগীরা গুনাহ মাফ হয়। হাদীসের (পরে আসছে) মাধ্যমে রাসূল (সা.)ও এ তথ্যটি জানিয়ে দিয়েছেন।

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلاَ الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ط أُوْلَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا.

অনুবাদ: অবশ্যই আল্লাহ সেসব লোকের তাওবা কবুল করেন যারা জাহালাত (অজ্ঞতা ধোঁকা, লোভ লালসা ইত্যাদি) বশত মন্দ কাজ করে এবং অনতিবিলম্বে

তাওবা করে, এদের তাওবাই আল্লাহ কবুল করেন; আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান। আর তাওবা তাদের জন্য নয় (তাদের তাওবা কবুল হবে না) যারা গুনাহর কাজ করে যেতে থাকে যতোক্ষণ না মৃত্যু উপস্থিত হয়, (তখন) বলে, নিশ্চয় আমি এখন তাওবা করছি এবং তাদের জন্যেও নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়; তাদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (জাহান্নামের শাস্তি) প্রস্তুত রেখেছি।

(নিসা/৪ : ১৭, ১৮)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ ১৭ নং আয়াতে প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে- যারা অজ্ঞতা, ধোঁকা, লোভ লালসা ইত্যাদির কারণে (ছোট বা বড়) গুনাহ করার পর সাথে সাথে তওবা করে তাদের সকল গুনাহ তিনি মাফ করে দিবেন (মানুষের হক ফাঁকি দেয়ার গুনাহ ব্যতীত) ।

১৮ নং আয়াতের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে- দু'ধরনের ব্যক্তিদের তিনি ক্ষমা করবেন না এবং তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন । তারা হলো-

১. যে মু'মিন ব্যক্তিরা মৃত্যু উপস্থিত হলে তাওবা করে
২. যারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফির থাকে।

তাই, ৩.১, ৩.২ ও ৩.৩ নং তথ্যসমূহের আয়াতগুলোর সাথে এ আয়াত দু'খানি মেলালে সহজে বলা যায়- যে সকল মু'মিন মৃত্যুর পূর্বে তাওবার মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মুক্ত না হয়ে পরকালে যাবে তাদের ঐ গুনাহ আর মাফ হবে না। তাই তাদের জাহান্নামে যেতে হবে এবং চিরকাল সেখানে থাকতে হবে।

প্রশ্ন হতে পারে মৃত্যুর কতটুকু সময় পূর্বে এ তাওবা করতে হবে? বিষয়টি বোঝা সহজ হবে তাওবার ব্যবস্থা রাখার কারণ সামনে থাকলে। তাওবার ব্যবস্থা রাখার কারণ হলো-

১. অন্যায় কাজ করা মানুষের সংখ্যা কমিয়ে মানব সমাজকে শান্তিময় করা
২. মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই, ব্যক্তির ক্ষমা পাওয়ার সুযোগ থাকা।

সহজে বোঝা যায় তাওবার ব্যবস্থা রাখার কারণের মধ্যে ১নং কারণটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই, Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়- কবুল হতে হলে তাওবা করতে হবে মৃত্যুর এতটা সময় পূর্বে যখন ব্যক্তির গুনাহ (অন্যায় কাজ) করার শক্তি আছে এবং সে ইচ্ছা করলে তা করতে পারে কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে গুনাহটি করছে না।

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

অনুবাদ: বস্তুত যারা গুনাহ করবে এবং তাদের গুনাহ দ্বারা জড়িয়ে থাকবে (তাওবা দ্বারা মাফ করিয়ে না নিয়ে বড় গুনাহবেষ্টিত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে) তারা জাহান্নামী হবে; তারা চিরকাল সেখানে থাকবে।

(বাকারা/২ : ৮১)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতখানি থেকে সরাসরি জানা যায়- যে মু'মিন কৃত কবীরাহ গুনাহ মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় পূর্বে তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে না নিয়ে পরকালে যাবে তাকে জাহান্নামে যতে হবে এবং চিরকাল সেখানে থাকতে হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা: এ সকল আয়াত থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়- যে মু'মিন মৃত্যুর পূর্বে তাওবার মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মুক্ত না হয়ে পরকালে যাবে তার ঐ গুনাহ আর মাফ হবে না। তাই তাকে জাহান্নামে যেতে হবে এবং চিরকাল সেখানে থাকতে হবে। তাই, এ সকল আয়াত অনুযায়ী বলা যায়- ঈমান ও কবীরা গুনাহ মুক্ত আমল নিয়ে মৃত্যুবরণ করলে ঈমানদার জান্নাত পাবে।

দৃষ্টিকোণ-৪

❑ পরকালে আমলনামায় একটি মাত্র কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে- বক্তব্য ধারণকারী আয়াতের দৃষ্টিকোণ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَأً ... ... وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا .

অনুবাদ: কোনো মু'মিনকে হত্যা করা কোনো মু'মিনের জন্য সঙ্গত নয়, তবে ভুলবশত করলে স্বতন্ত্র কথা ... ... আর যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মু'মিনকে হত্যা করে তার স্থান জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে, আর আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত হন, তাকে লা'নত করেন এবং তার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মহাশাস্তি।

(নিসা/৪ : ৯২, ৯৩)

ব্যাখ্যা: কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা কবীরা গুনাহ। তাই আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, একটিমাত্র কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهٖ فَانتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهٗ إِلَى اللّٰهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

অনুবাদ: অথচ আল্লাহ বেচা-কেনাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম; অতঃপর যে ব্যক্তির নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ

পৌঁছার পর সে বিরত হয়েছে সে পূর্বে যা খেয়েছে তা তারই (বিষয়), তবে তার বিষয়টি আল্লাহর কাছে সমর্পিত; আর যারা (নির্দেশ পাওয়ার পরও) পুনরাবৃত্তি করেছে তারা জাহান্নামের অধিবাসী; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

(বাকারা/২ : ২৭৫)

ব্যাখ্যা: সুদ খাওয়া কবীরা গুনাহ। তাই এ আয়াতের মাধ্যমেও আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন সুদ তথা একটিমাত্র কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ .

অনুবাদ: আর যে (মু'মিন) ব্যক্তি (মিরাস বন্টনের ব্যাপারে) আল্লাহ ও তার রাসুলের অবাধ্য হবে এবং তার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং তার জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।

(নিসা/৪ : ১৪)

ব্যাখ্যা: মিরাস বন্টনের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ না মানা কবীরা গুনাহ। তাই এ আয়াতখানির মাধ্যমেও জানা যায়- একটিমাত্র কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ- কারী মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ .

'মাওয়াঝিন', 'ছাকুলাত' ও 'খাফফাত' শব্দ তিনটি অপরিবর্তীত রেখে অনুবাদ: অতঃপর যাদের 'মাওয়াঝিন' 'ছাকুলাত' হবে তারা হবে সফলকাম। আর যাদের 'মাওয়াঝিন' 'খাফফাত' হবে তারা নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

(মুমেনুন/২৩ : ১০২, ১০৩)

ব্যাখ্যা: 'মাওয়াঝিন', 'ছাকুলাত' ও 'খাফফাত' শব্দ তিনটি ধারণকারী আরো কয়েকটি আয়াত আল কুরআনে আছে। আরবী ভাষায় এ শব্দ তিনটির প্রধান দু'টি অর্থ হলো-

- **মাওয়াঝিন**
  ১. মাপযন্ত্র
  ২. আল্লাহর কাছে যে বিষয়ে গুরুত্ব আছে তেমন বিষয় অর্থাৎ নেক আমল
- **ছাকুলাত**
  ১. ভারী

২. বেশী

- **খাফফাত**
  ১. হাল্কা
  ২. কম (শূন্য)

আয়াতখানিতে বলা হয়েছে যে মু'মিনদের 'মাওয়াঝিন' 'ছাকুলাত' হবে তারা হবে সফলকাম, অর্থাৎ তারা জান্নাত পাবে। আর যাদের 'মাওয়াঝিন' 'খাফফাত' হবে তাদের চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

একজন মু'মিনের আমলনামায় কিছু না কিছু সাওয়াব অবশ্যই থাকে। তাই মু'মিনের চিরকাল জাহান্নামের শাস্তি পাওয়া থেকে বুঝা যায় পরকালে সাওয়াব ও গুনাহ এমন পদ্ধতিতে মাপা বা হিসাব করা হবে যেখানে আমলনামায় নেকী উপস্থিত থাকলেও তার জন্য কোন পুরস্কার পাওয়া যাবে না। ঐ পদ্ধতি হলো গুরুত্বের ভিত্তিতে মাপার বা হিসাব করার পদ্ধতি। ঐ পদ্ধতিতে একটি মৌলিক ভুল (কবীরা গুনাহ) থাকলে আমলনামায় থাকা নেকীর যোগফল শূন্য হয়ে যায়। তাই ঐ নেকীর জন্য কোন পুরস্কার পাওয়া যায় না। । বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি। প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য'** নামক বইটিতে।

তাই এ আয়াত দু'খানির প্রকৃত অনুবাদ: ('মাওয়াঝিন' শব্দের অর্থ 'নেকী', 'ছাকুলাত' শব্দের অর্থ 'বেশী' এবং 'খাফফাত' শব্দের অর্থ 'শূন্য' ধরে) 'অতঃপর যাদের (যে মু'মিনদের) নেক আ'মল বেশি হবে তারা হবে সফলকাম। আর যাদের নেক আ'মল শূন্য (কম) হবে তারা নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে'।

ব্যাখ্যা: আয়াতখানি থেকে জানা যায়- পরকালে আমলনামায় একটিমাত্র কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনের সকল নেক আমল শূন্য হয়ে যাবে। তাই, তাকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা: আল কুরআনের এ সকল আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানা যায়- পরকালে আমল নামায় একটিমাত্র কবীরাহ গুনাহ থাকা মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। তাই, এ সকল আয়াত অনুযায়ীও- ঈমান ও কবীরা গুনাহ মুক্ত আমল নিয়ে পরকালে গেলে একজন ঈমানদার জান্নাত পাবে।

দৃষ্টিকোণ-৫

❑ পরকালে মু'মিন ব্যক্তির জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসতে না পারা সম্বলিত বক্তব্য ধারণকারী আয়াতের দৃষ্টিকোণ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوتُوا نَصِيْبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيْقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُوْنَ.

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ص وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.

অনুবাদ: তুমি কি তাদের দেখোনি যাদের কিতাবের আংশিক জ্ঞান (কুরআন ভিন্ন অন্য কিতাবের জ্ঞান) প্রদান করা হয়েছিলো? তাদেরকে যখন আল্লাহর (পরিপূর্ণ) কিতাব (আল কুরআন)-এর দিকে আহ্বান করা হয় নিজেদের মাঝে (বিদ্যমান বিবাদ) মীমাংসা করার জন্য, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা সেথায় স্থির থাকে। তা এজন্য যে, তারা বলে (মনে করে), নির্দিষ্ট কিছুদিন ছাড়া আগুন (জাহান্নাম) আমাদের স্পর্শ করবে না (কারণ আমরাতো পরিপূর্ণ কিতাব কুরআনের কিছু অনুসরণ করছি); বস্তুত তারা যে কথা বানিয়ে নিয়েছে সেটি তাদেরকে নিজেদের দ্বীন (ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা) সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে।

(আলে-ইমরান/৩ : ২৩-২৪)

ব্যাখ্যা: আয়াত দু'খানির ব্যাখ্যা বুঝতে হলে প্রথমে যে বিষয়টি বুঝে নিতে হবে তা হলো- কুরআনে উল্লেখিত আল্লাহর পাঠানো কিতাবের সংখ্যা চারটি। যথা- তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কুরআন। এ চারখানি কিতাবের মধ্যে কুরআন হলো পরিপূর্ণ। অর্থাৎ আল কুরআনে ইসলামের সকল দিক ও বিষয় জানিয়ে দেয়া হয়েছে। পূর্বের তিনখানি কিতাবে ইসলাম পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপিত না হলেও সকল কিতাবে তিনটি বিষয়ে কোন পার্থক্য নেই। সে তিনটি বিষয় হচ্ছে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদ, নবী-রাসূল ও পরকাল সম্পর্ক সকল কিতাবের মূল বক্তব্য একই। ইসলাম পালনের বিধি-বিধান অর্থাৎ শরীয়াতের বিধি-বিধান সম্পর্কে পূর্বের তিনটি কিতাব ও কুরআনের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে।

আলোচ্য আয়াত দু'খানিতে যাদেরকে আল্লাহর কিতাবের কিয়দংশ দেয়া হয়েছে তাদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন বাদে অন্য কিতাবধারীদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ জানিয়েছেন ঐ কিতাবধারীদের যখন তাদের মধ্যকার বিরোধের ফয়সালার জন্য পরিপূর্ণ কিতাব তথা আল কুরআনের ফয়সালার দিকে ডাকা হয় তখন তাদের একদল তা মেনে নেয় এবং এক দল অমান্য করে ও নিজেদের অবস্থানে দাড়িয়ে থাকে।

এরপর আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন- যে দল কুরআনের ফয়সালা অমান্য করে ও নিজেদের অবস্থানে দাড়িয়ে থাকে তারা কী ধারণা-বিশ্বাসের কারণে তা করে। আল্লাহ জানিয়েছেন- তারা অমান্য করে এটি মনে করে যে, জাহান্নামের আগুন তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। আর করলেও তা শুধু অল্প কিছু দিনের জন্য হবে। ঐ ধারণা-বিশ্বাস সম্পর্কে মাহান আল্লাহ ২৪ নং আয়াতের শেষে বলেছেন- ঐ ধারণা বিশ্বাস তাদের মনগড়া এবং এটি তাদের দ্বীন **তথা ইসলামী জীবন**

বিধান সম্পর্কে একটি চরম ভুল ধারণা। সকল আহলে কিতাবদের দ্বীন হলো **ইসলাম।**

একটু চিন্তা করলে সহজেই বুঝা যায়- ঐ লোকদের ধারণা-বিশ্বাস ছিল, যেহেতু তারা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস করে (অর্থাৎ তাদের ঈমান আছে) এবং তারা পরিপূর্ণ ইসলাম তথা কুরআনিক ইসলামের কিছু অনুসরণ করে, সেহেতু কুরআনের দু'একটি বিষয় বা ফয়সালা না মানলে তাদের জাহান্নামে যেতে হবে না। আর যেতে হলেও তা চিরস্থায়ী হবে না। অল্প কিছু দিন শাস্তি ভোগ করে তারা ঈমান এবং কৃত নেক আমলের দরুন চিরকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবে।

কুরআনের ফয়সালা না মানা কবীরা গুনাহ। তাই আল্লাহ আয়াত দু'খানির মাধ্যমে কুরআনধারী মুসলিমসহ সকল কিতাবধারীদের জানিয়ে দিয়েছেন- ঈমান থাকলে দু'একটি কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করলেও কিছু দিন জাহান্নামে ভোগ করে চিরকালের জন্য জান্নাত পাওয়া যাবে এ তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃত তথ্য হচ্ছে (তাওবার মাধ্যমে মাফ না করিয়ে) একটিমাত্র কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করলেও মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَعْدُودَةً ط قُلْ أَاتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ. بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيْئَتُهُ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

অনুবাদ: আর তারা বলে- জাহান্নামের আগুন আমাদের কখনো স্পর্শ করবে না, গণনাযোগ্য কয়েকটি দিন ছাড়া; বলো- তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি নিয়েছো? অথচ আল্লাহ কখনো তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না; নাকি তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলছো, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই? বস্তুত যারা গুনাহ করবে এবং তাদের গুনাহ দ্বারা জড়িয়ে থাকবে (তাওবা দ্বারা মাফ করিয়ে না নিয়ে বড় গুনাহবেষ্টিত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে) তারা জাহান্নামী হবে; তারা চিরকাল সেখানে থাকবে।

(বাকারা/২ : ৮০, ৮১)

ব্যাখ্যা: ১নং তথ্যের আয়াত দু'খানির ন্যায় আলোচ্য ৮০ নং আয়াতের প্রথমে কিতাবধারীরা পরকালে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার বিষয়ে একই ধারণা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে একই ধরনের কথা বলেছে। অর্থাৎ তারা বলেছে, যেহেতু তাদের ঈমান তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস আছে তাই আল কুরআন তথা পরিপূর্ণ ইসলামের দু'একটি বিষয় পালন না করলে তাদের জাহান্নামে যেতে হবে না। আর যেতে হলেও তা হবে অল্প কয়েক দিনের জন্য।

কিতাবধারীদের ঐ ধরনের ধারণা-বিশ্বাসের উত্তরে আল্লাহ এখানে প্রথমে তাদের জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন- তারা কি ঐ রকম কোন ওয়াদা আল্লাহর নিকট থেকে পেয়েছে? নাকি তারা না জেনে একটি ভুল বা মিথ্যা কথা আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দিচ্ছে? অর্থাৎ আল্লাহ প্রশ্ন করার মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন, ঐ রকম কোন ওয়াদা তাঁর নেই। অর্থাৎ গুনাহের জন্য কিছু দিন জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করে চিরন্তনভাবে জান্নাতে যেতে পারার মত কোন ঘটনা পরকালে ঘটবে না।

আয়াতখানির বক্তব্যকে আরো স্পষ্ট করার জন্য ৮১ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন- যারা গুনাহ করবে এবং গুনাহে পরিবেষ্টিত থেকে মৃত্যুবরণ করবে অর্থাৎ মৃত্যুর যুক্তিসঙ্গত সময় পূর্বে তাওবা করে ঐ গুনাহ মুক্ত না হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তাদের জাহান্নামে যেতে হবে এবং চিরকাল সেখানে থাকতে হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা: এ সকল আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানা যায়- কুরআনসহ আল্লাহর যেকোন কিতাবধারী ব্যক্তি জাহান্নামে গেলে সেখান থেকে আর বের হয়ে আসতে পারবে না। এ বক্তব্য ২, ৩ ও ৪নং তথ্যের আয়াতসমূহের তথ্যের বক্তব্যের অনুরূপ। তাই, এ সকল আয়াত অনুযায়ীও- ঈমান ও কবীরা গুনাহ মুক্ত আমল নিয়ে পরকালে গেলে একজন ঈমানদার জান্নাত পাবে।

দৃষ্টিকোণ-৬

❑ শাফায়তের মাধ্যমে মু'মিন ব্যক্তির জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসতে না পারা সম্বলিত বক্তব্য ধারণকারী আয়াতের দৃষ্টিকোণ

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا.

অনুবাদ: দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন এবং (অনুমতি পাওয়া ব্যক্তির) যে কথা (যে শাফায়াত) তাঁর পছন্দ হবে সেটি ব্যতীত অন্য শাফায়াত সেদিন কোন কাজে আসবে না (কবুল হবে না)।

(ত্বা-হা/২০ : ১০৯)

ব্যাখ্যা: এখানে মহান আল্লাহ শাফায়াত কবুল হওয়ার জন্য দু'টি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন-

১. শাফায়াত করার জন্য তাঁর অনুমতি পেতে হবে
২. অনুমতি পাওয়া শাফায়াতকারীর করা শাফায়াত আল্লাহর পছন্দ হতে হবে।

অনুমতি প্রাপ্ত শাফায়াতকারীর করা শাফায়াত আল্লাহর পছন্দ হওয়া কথাটির অর্থ হবে- যার জন্য শাফায়াতকারী সুপারিশ করবেন তাকে মাফ করলে কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া আল্লাহর কোন বক্তব্যের বিপরীত অবস্থা হবে না বা ওয়াদা ভঙ্গ হবে না, এমনটি হতে হবে।

পূর্বে উল্লেখিত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন- পরকালে আমলনামায় একটিমাত্র কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনকেও জাহান্নামে যেতে হবে এবং চিরকাল সেখানে থাকতে হবে। তাই, এ আয়াতের ভিত্তিতে বলা যায়- পরকালে যে মু'মিনের আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকবে তার জন্য কেউ সুপারিশ করলে তা কবুল হবে না এবং তাকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ط أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ.

অনুবাদ: যার উপর দণ্ডাদেশ যৌক্তিক (অবধারিত) হয়েছে (তাকে কে বাঁচাতে পারে); তুমি (রাসূল সা.) কি রক্ষা করতে পারবে সেই ব্যক্তিকে যে আগুনে (জাহান্নাম) আছে?

(যুমার/৩৯ : ১৯)

ব্যাখ্যা: পরকালে শাস্তি থেকে বাঁচা বা বাঁচানোর একমাত্র উপায় হলো শাফায়াত। তাই, আয়াতখানিতে প্রথমে প্রশ্ন করার মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে- যার উপর শাস্তি যৌক্তিক বা অবধারিত হয়েছে তাকে পরকালে শাস্তি (জাহান্নাম) থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। এখানে মহান আল্লাহ বলেছেন যে- তিনি কুরআনের মাধ্যমে (২, ৩, ৪ ও ৫ নং তথ্যের আয়াতগুলোসহ আরো আয়াত) স্পষ্টকরে জানিয়ে দিয়েছেন, কবীরা গুনাহ মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় পূর্বে তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে না নিলে আর মাফ হবে না। তাই যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করবে তাকে শাস্তি দেয়া যৌক্তিক হবে বা তার শাস্তি পাওয়া অবধারিত হবে। আর তাই তাকে শাফায়াতের মাধ্যমে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না।

এরপর আয়াতখানিতে রাসূল (সা.) কে সরাসরিভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে- যে ব্যক্তি জাহান্নামে আছে অর্থাৎ যাকে আল্লাহ তা'য়ালা বিচার করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাকে তিনিও শাফায়াতের মাধ্যমে উদ্ধার করতে পারবেন না। রাসূল (সা.) নিশ্চয় কোন কাফিরের জন্য শাফায়াত করবেন না। তাই এ আয়াত থেকে জানা যায়- আল্লাহ তা'য়ালা বিচার করে যে সকল মু'মিনকে জাহান্নামে পাঠাবেন তাদেরকে অন্য মানুষ দূরের কথা রাসূল (সা.)ও শাফায়াতের মাধ্যমে উদ্ধার করতে পারবেন না।

তাই, এ আয়াতখানি থেকে সহজে বুঝা যায়- কবীরা গুনাহ শাফায়াতের মাধ্যমেও মাফ হবে না বা কবীরা গুনাহগারের জন্য করা শাফায়াত কবুল হবে না।

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ

অনুবাদ: বলে দাও, আমি কোন নতুন রাসূল নই এবং আমি জানি না (পরকালে) আমার ও তোমাদের প্রতি কী আচরণ করা হবে।

(আহকাফ/৪৬ : ৯)

ব্যাখ্যা: যদি প্রশ্ন করা হয় এ আয়াতে রাসূল (সা.)-এর জানা নাই বলতে নিম্নের কোন তথ্যটিকে বুঝানো হয়েছে -

১. তিনি জান্নাত পাবেন কিনা
২. তিনি শাফায়াত করার অনুমতি পাবেন কিনা
৩. তিনি হাউজে কাউছারের পানীয় পান করানোর অনুমতি পাবেন কিনা
৪. তাঁর কৃত শাফায়াত কবুল হবে কিনা।

আমরা সবাই উত্তর দেব তাঁর কৃত শাফায়াত কবুল হবে কি হবে না এটি বুঝানো হয়েছে। কারণ, বাকি তিনটি হতে পারে না।

রাসূল (সা.) হলেন পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চমানের নেককার মু'মিন। তাই এ আয়াত অনুযায়ী- পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চমানের নেককার মু'মিনও নিশ্চিত নন যে তার করা শাফায়াত কবুল হবে কিনা। এর কারণ হলো- তিনি জানেন না, যার জন্য তিনি শাফায়াত করছেন তার আমলনামায় কবীরা গুনাহ আছে কিনা। আর রাসূল (সা.) যে গায়েব জানেন না কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۖ

অনুবাদ: বল, আমি তোমাদের বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে, আর অদৃশ্য (গায়েব) বিষয়ে আমি অবগতও নই এবং আমি তোমাদের এটাও বলি না যে আমি ফেরেস্তাহ।

(আন'আম/৬ : ৫০)

তাই, এ আয়াত অনুযায়ীও কবীরা গুনাহগারদের জন্য করা শাফায়াত- অবশ্যই কবুল হবে না।

সম্মিলিত শিক্ষা: এ সকল আয়াত থেকে জানা যায়- আল্লাহ তা'য়ালা বিচার করে যে সকল মু'মিনকে জাহান্নামে পাঠাবেন তারা শাফায়াতের মাধ্যমও জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসতে পারবে না। তাই, এ সকল আয়াত অনুযায়ীও ঈমান ও কবীরা গুনাহ মুক্ত আমল নিয়ে পরকালে গেলে একজন ঈমানদার জান্নাত পাবে।

♣♣ এসকল এবং এ ধরনের আরো আয়াত থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, জান্নাত পেতে হলে ঈমান ও কবীরা গুনাহ মুক্ত আমল নিয়ে পরকালে যেতে হবে।

ঈমান ও জান্নাতের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক রায় হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। পূর্বেই আমরা ঈমান ও জান্নাতের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায় জেনেছি। উপরে উল্লিখিত কুরআনের তথ্যগুলো থেকে সহজে বোঝা যায় কুরআন ঐ প্রাথমিক রায়কে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী

নীতিমালা অনুযায়ী ঈমান ও জান্নাতের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো-

১. ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল না থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে বা কিছুদিন জাহান্নামে থেকে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাওয়া যাবে কথাটি সঠিক নয়

২. মু'মিনকে জান্নাত পেতে হলে কবীরা গুনাহ মুক্ত আমল নিয়ে পরকালে যেতে হবে

৩. মৃত্যুর সময় আমলনামায় একটিও কবীরা গুনাহ থাকলে মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

ঈমান ও আমল থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বক্তব্য ধারণকারী হাদীস এবং সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

ঈমান ও জান্নাতের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ক বক্তব্য ধারণকারী হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা করতে হলে তিনটি বিষয় প্রত্যেককে সর্বোক্ষণ মাথায় রাখতে হবে-

ক. হাদীস পর্যালোচনা করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার মূলনীতিসমূহ
খ. সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা
গ. জাল (মিথ্যা/বানানো) হাদীস প্রচারের পদ্ধতিসমুহ

চলুন এখন এ তিনটি বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে জেনে নেয়া যাক-

ক. হাদীস পর্যালোচনা করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার মূলনীতিসমূহ

আমাদের গবেষণা অনুযায়ী, হাদীস পর্যালোচনা করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার মূলনীতি হলো চারটি-

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না

২.একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে

৩. হাদীস Common sense-এর সর্বসম্মত রায়ের বিরোধী হবে না

৪. হাদীস বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের বিরোধী হবে না।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের নীতিমালা বা চলমানচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) এবং **'সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বোঝায় কী?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯)

খ. সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা

সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভিন্ন মণীষীর বক্তব্য থেকে যা জানা যায়-

তথ্য-১

اَلصَّحِيْحُ فَهُوَ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِالْعُدُوْلِ الضَّابِطِيْنَ مِنْ غَيْرِ شُذُوْذٍ وَلَا عِلَّةٍ

অনুবাদ: যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র মুত্তাসিল (কোন স্তরে ছেদ ছাড়া রাসূল সা. পর্যন্ত পৌঁছেছে), বর্ণনাকারীগণ ন্যায়বান ও স্মৃতিশক্তিতে প্রখর এবং যা শায বা ইল্লাত (মুয়াল্লাল) নয় তাকে সহীহ হাদীস বলা হয়।

(ইমাম নববীর বক্তব্য। এটি উল্লিখিত আছে যঈফ ও মউজু হাদীসের সংকলন, আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী, সংকলন ও অনুবাদে মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয, আর আই এস পাবলিকেশন্স, ঢাকা, নভেম্বর ২০০০ খ্রিঃ, পৃঃ ১১)

তথ্য-২

أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنْ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ, وَلَا يَكُونَ شَاذًّا وَلَا مُعَلَّلًا.

অনুবাদ: সহীহ হাদীস হলো সে হাদীস যার বর্ণনাসূত্র শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছে (কোন স্তরে ছেদ ছাড়া রাসূল সা: পর্যন্ত পৌঁছেছে), রাবীগণ পূর্ণ 'আদালাত' ও 'যবত' গুণ সম্পন্ন এবং 'শায' ও 'মুয়াল্লাল' হবে না।

(ইবনে কাসীরের বক্তব্য। 'ইখতিসারু উলুমুল হাদীস' এর ভূমিকায় উল্লখ আছে)

তথ্য-৩

যে হাদীসের বর্ণনাসূত্রে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো মওজুদ আছে তাকে সহীহ হাদীস বলে-

১. মুত্তাসিল সনদ (অবিচ্ছিন্ন বর্ণনাসূত্র)
২. বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য
৩. বর্ণনাকারীগণ স্বচ্ছ স্মরণশক্তি সম্পন্ন
৪. যা শায নয়
৫. যা মুয়াল্লাল নয়

(এন্তেখাবে হাদীস; ১০ম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-৩৩)

শায হাদীসের সংজ্ঞা

তথ্য-১

একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা করা হাদীসের বক্তব্য বিষয় (মতন) যদি অধিকতর গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা করা হাদীসের বক্তব্য বিষয়ের বিপরীত হয় তাহলে সেটিকে শায বলা হয়। এটিই পরিভাষার দিক দিয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা।

(শরহু নুখবাতিল ফিকার, পৃষ্ঠা-১২৪)

তথ্য-২

ঐ হাদীসকে শায বলে যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত, কিন্তু সে হাদীস তার চেয়েও অধিকতর বিশ্বস্ত রাবীর বর্ণনার বিপরীত।

(এন্তেখাবে হাদীস, ১০ম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-৩৩)

♣♣ শায হাদীস বাছাই করতে যেয়ে হাদীসের বক্তব্য বিষয় (মতন) দেখা হয়েছে এটি সত্য কিন্তু এখানে বিপরীত বক্তব্যধারী দু'টি হাদীসকে পর্যালোচনা করতে যেয়ে অধিক শক্তিশালী বর্ণনাকারীর বলা হাদীসখানিকে সহীহ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আর অপেক্ষাকৃত দুর্বল বর্ণনাকারীর বলা হাদীসখানিকে 'শায' নাম দিয়ে বাদ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ শেষ বিচারে এ বাছাইও করা হয়েছে বর্ণনাকারীর ভিত্তিতে। বক্তব্য বিষয়ের ভিত্তিতে নয়।

মুয়াল্লাল হাদীসের সংজ্ঞা

তথ্য-১

"যে হাদীসের বর্ণনাসূত্রে এমন কোন সূক্ষ্ম ত্রুটি রহিয়াছে যাহাকে কোন বড় হাদীস বিশেষজ্ঞ ব্যতীত ধরতে পারে না সে হাদীসকে হাদীসে মুয়াল্লাল বলে। আর এরূপ ত্রুটিকে ইল্লত বলে"।

(মেশকাত শরীফ। ১ম জিলদ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগষ্ট ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-জ)

তথ্য-২

"যে হাদীসের বর্ণনাসূত্রে এমন সূক্ষ্ম ত্রুটি থাকে যা কেবল হাদীস শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞরাই পরখ করতে পারেন তাকে মুয়াল্লাল বলে"।

(এন্তেখাবে হাদীস; ১০ম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-৩৩)

♣♣ অর্থাৎ হাদীসকে মুয়াল্লাল বলা হয়েছে বর্ণনাসূত্রের ত্রুটির ভিত্তিতে। বক্তব্য বিষয়ের ত্রুটির ভিত্তিতে নয়।

♦♦ উপর্যুক্ত তথ্যগুলো থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, বর্ণনাসূত্রে নিম্নের ৫টি গুণ থাকা হাদীসকে 'সহীহ হাদীস' বলে-

১. মুত্তাসিল সনদ (অবিচ্ছিন্ন বর্ণনাসূত্র)
২. বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য
৩. বর্ণনাকারীগণ স্বচ্ছ স্মরণশক্তি সম্পন্ন হওয়া
৪. শায না হওয়া
৫. মুয়াল্লাল নয়

তাই, নিশ্চিত করে বলা যায়-'সহীহ হাদীস'-এর সংজ্ঞা হলো বর্ণনাসূত্র (সনদ) নির্ভুল হওয়া হাদীস। অন্যকথায় বলা যায়, হাদীসকে সহীহ বলা হয়েছে বর্ণনা সূত্রের (সনদ) নির্ভুলতার ভিত্তিতে। বক্তব্য বিষয়ের (মতন) নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়। আর তাই একটি হাদীস প্রচলিত হাদীসশাস্ত্র মতে সহীহ হলেও তার বক্তব্য বিষয় গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। তবে এ অবস্থা খুব কম।

গ. জাল (মিথ্যা/বানানো) হাদীস প্রচারের পদ্ধতিসমুহ

পদ্ধতি-১

❑ মুখে মুখে প্রচার করা

নিজ স্বার্থ বা চিন্তা-ভাবনার অনুকুলে একটি তথ্য বানিয়ে তাতে গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারীদের নাম জুড়ে দেয়া। তারপর সেটিকে রাসূল (সা.) এর হাদীস

হিসেবে মুখে মুখে প্রচার করে দেয়া। এটি জাল হাদীস তৈরী ও প্রচারের সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত পদ্ধতি।

পদ্ধতি-২

❑ হাদীস সংকোলনকারীদের পাণ্ডুলিপিতে তার অজান্তে হাদীস লিখে রাখা

আল্লামা যাইনুদ্দিন ইরাকী (৮০৬ হিঃ) বলেন- হাদীস জালিয়াতির একটি পদ্ধতি ছিল পুত্র বা পরিবারের কোনো সদস্য পাণ্ডুলিপির মধ্যে মিথ্যা হাদীস লিখে রাখতো। সংকলনকারী বেখেয়ালে তা বর্ণনা করতেন।

(ইরাকী, আত-তাকঈদ, পৃষ্ঠা-১২৮, ১২৯/সুয়ুতী, তাদরীবুর রাবী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৮১-২৮৪ এবং হাদীসের নামে জালিয়াতি, ড. খন্দকার আ. ন. ম. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা নং ১৩৪)

এ পদ্ধতির পর্যালোচনা: এ পদ্ধতির উদ্দেশ্য ছিল সহজে জাল হাদীসের প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো। তাই, বলা যায় এ পদ্ধতি অখ্যাত মুহাদ্দিসগণের রচিত গ্রন্থে ব্যবহার করা হয়নি। কারণ অখ্যাত মুহাদ্দিসগণের গ্রন্থে থাকা হাদীস তেমন প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতা পায় না। আর তাই এ পদ্ধতিতে জাল হাদীস ঢুকানো হয়েছে প্রধানত বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের রচিত গ্রন্থে।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কী?'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ।

♣♣ হাদীস সম্পর্কে উপর্যুক্ত তথ্যগুলো খেয়ালে রেখে চলুন এখন ঈমান ও জান্নাতের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে বক্তব্য ধারণকারী হাদীসসমূহের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা করা যাক-

প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে উপস্থিত থাকা ঈমান ও জান্নাতের মধ্যে সম্পর্ক সম্বলিত হাদীসসমূহ চার ভাগে বিভক্ত-

১. 'ঈমান ও আমল থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে'- এমন বক্তব্য ধারণকারী হাদীস

২. আমলের কথা উল্লেখ না করে 'ঈমান থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে'-এমন বক্তব্য ধারণকারী হাদীস

৩. 'ঈমান থাকলে আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকলেও ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর শাফায়াতের মাধ্যমে মাফ পেয়ে জান্নাত পেয়ে যাবে'- এমন বক্তব্য সম্বলিত হাদীস

৪. 'ঈমানদার ব্যক্তি জাহান্নামে গেলেও কিছুকাল শাস্তি ভোগ করে শাফায়াত বা আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছায় বের হয়ে এসে চিরকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবে'- এমন বক্তব্য ধারণকারী হাদীস।

এখন আমরা প্রথমে একটি বিভাগে থাকা হাদীসসমূহ উল্লেখ করবো। এরপর তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা করবো।

১. ঈমান ও আমল থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে-এমন বক্তব্য ধারণকারী হাদীস এবং সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

হাদীস-১

حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، أَنَّ أَبَا الْمُهَلَّبِ، حَدَّثَهُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا، فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى؟.

অনুবাদ: *ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমরান ইবনে হোসাইন (রা.) এর বলা বর্ণনা, সনদের ৭ম ব্যক্তি আবু গাসসান মালেক বিন আব্দুল ওয়াহেদ আল-মিসমায়ী থেকে শুনে তাঁর **সহীহ** গ্রন্থে লিখেছেন-* ইমরান ইবনে হোসাইন (রা.) বলেন- জোহায়না গোত্রের একজন মহিলা যিনার মাধ্যমে গর্ভবতী হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনার অপরাধ করেছি, আমাকে এর শাস্তি দিন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তার অভিভাবককে ডেকে বলে বললেন- এর সাথে সদ্ব্যবহার করবে। এ সন্তান প্রসব করলে আমার নিকট নিয়ে আসবে। তাই করা হলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) তার যিনার শাস্তির হুকুম দিলেন। তারপর তার শরীরের কাপড় ভাল করে বেঁধে দেয়া হলো এবং হুকুম অনুযায়ী তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) তার জানাযার নামায পড়ালেন। এ জন্যে উমর (রা.) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এতো যিনা করেছে, তবু আপনি এর জানাযার নামাজ পড়ছেন? তিনি বললেন- সে এমন তওবা করেছে যে, তা সত্তরজন মদীনাবাসীর মধ্যে ভাগ করে দিলেও তা সকলের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যেত। যে মহিলা তার নিজের প্রাণকে আল্লাহর জন্যে

উৎসর্গ করে দেয়, তার এরূপ তওবার চেয়ে ভাল তাওবা তোমাদের কাছে আছে কি?

- হাদীসটি সনদ ও মতন সহীহ
- সহীহ মুসলিম, আবূল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নায়সাবূরী (আল-কাহিরাহ: দারু ইবনু হাজম, ২০১০ খ্রী.), كِتَابُ الْحُدُودِ (হুদুদ অধ্যায়), بَابُ مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى (যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় জেনা করার ব্যাপারে স্বীকার করে নেয় পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ১৬৯৬, পৃ. ৪৯৮

ব্যাখ্যা: জেনা করা কবীরা গুনাহ। তাই, হাদীসখানী থেকে জানা যায়- মন থেকে তাওবা করলে জেনাসহ সকল কবীরা গুনাহ (মানুষের হক ফাঁকি দেয়ার গুনাহ বাদে) মাফ হয়ে যায়।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ،كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، قَالَ: عَبْدٌ، حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ مَا مِنَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ

অনুবাদ: *ইমাম মুসলিম (রহ.) উসমান (রা.)-এর বলা বর্ণনা, সনদের ৮ম ব্যক্তি আ'বদ বিন হুমাইদ থেকে শুনে তাঁর **সহীহ** গ্রন্থে লিখেছেন-* উসমান (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন- যখনই কোন মুসলিমের নিকট ফরজ সালাত উপস্থিত হয় আর সে উত্তম ওজু, নিষ্ঠা ও রুকু (ও সিজদা) সহকারে তা আদায় করে, ঐ সলাতের কারণে তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায় যদি সে কবীরা গুনাহ না করে থাকে। আর সর্বদাই এরকম হতে থাকে।

- হাদীসটি সনদ ও মতন সহীহ
- সহীহ মুসলিম, আবূল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নায়সাবূরী (আল-কাহিরাহ: দারু ইবনু হাজম, ২০১০ খ্রী.), كِتَابُ

الطَّهَارَةِ (পবিত্রতা অধ্যায়), بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ (ওযুর ফজিলত ও এরপর সালাতের ফজিলত পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২২৮, পৃ. ৭৮।

ব্যাখ্যা: হাদীসখানি থেকে জানা যায়- নেক আমল দ্বারা শুধু ছগীরা (ছোট) গুনাহ মাফ হয়।

হাদীস-৩

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ... ...فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: ... ... سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

অনুবাদ: *ইমাম মুসলিম (রহ.), আবু সাইদ খুদরী (রা.)-এর বলা বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবু বকর বিন আবী শাইবা থেকে শুনে তাঁর* ***সহীহ*** *গ্রন্থে লিখেছেন-* আবু সাইদ খুদরী (রা.) বলেন,... ... ...রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখে সে যেন তা নিজ হাত দিয়ে বন্ধ করে। যদি ঐ ক্ষমতা না থাকে তবে সে যেন নিজ জিহ্বা দ্বারা তার প্রতিবাদ করে। আর যদি তার ঐ ক্ষমতাও না থাকে সে যেন মন দিয়ে তা করে (মনে অনুশোচনা থাকা ও মনে মনে সেটি প্রতিরোধের পরিকল্পনা করে)। আর এটা ঈমানের দুর্বলতম স্তর।

(আল-মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৮৬)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানির বক্তব্য হলো- অন্যায় কাজ হতে দেখলে ঈমানদার ব্যক্তিকে তা হাত দিয়ে বন্ধ করতে হবে। যদি যথাযথ ওজরের (বাধ্য-বাধকতার) কারণে কোন মু'মিন তা না করতে পারে তবে তাকে মুখ দিয়ে তার প্রতিবাদ করতে হবে। যদি যথাযথ ওজরের কারণে কোন মু'মিন এটিও করতে না পারে তবে তার মনে অনুশোচনা থাকতে হবে এবং মনে মনে সেটি প্রতিরোধের পরিকল্পনা করতে হবে। আর এটা ঈমানের দুর্বলতম স্তর। অর্থাৎ এর নিচে কোন ঈমান নেই।

অন্যায় প্রতিরোধ করা মু'মিনের একটি বড় আমল (করণীয় কাজ)। আর যে ব্যক্তির ঈমান নেই তাকে অবশ্যই জাহান্নামে যেতে হবে। তাই, হাদীসখানির আলোকে বলা যায়- ওজরের কারণে আমল ছাড়ার পর মু'মিন থাকতে হলে মনে যথাযথ অনুশোচনা ও পরিকল্পনা থাকতে হবে। অর্থাৎ অনুশোচনা ও পরিকল্পনাহীন অবস্থায় তথা খুশীমনে বা ইচ্ছাকরে আমল ছেড়ে দিলে ঈমান থাকবে না। ফলে ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে। হাদীসখানির আলোকে তাহলে

বলা যায়- জান্নাত পেতে হলে ঈমান ও ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল থাকতে হবে।

হাদীস-৪

عَنْ اَنَسٍ قَالَ فَلَمَّا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ قَالَ لاَ اِيْمَانَ لِمَنْ لاَ اَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ .

অনুবাদ: আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের এমন নসিহত খুব কমই করেছেন যার মধ্যে তিনি বলেননি, খিয়ানাতকারীর ঈমান নেই এবং ওয়াদা ভঙ্গকারীর দ্বীন নেই।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: বায়হাকী, হাদীস নং-১২৪৭০)

ব্যাখ্যা: খিয়ানাত করা ও ওয়াদা ভঙ্গ করা কবীরা গুনাহ। আর যে ব্যক্তির ঈমান নেই বা দ্বীন নেই সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। হাদীসখানির সরাসরি বক্তব্য হলো- খিয়ানাতকারীর ঈমান নেই এবং ওয়াদা ভঙ্গকারীর দ্বীন নেই।

তাই হাদীসখানির আলোকে সহজে বলা যায়- কবীরা গুনাহ তাওবার মাধ্যমে মাফ করে না নিয়ে মৃত্যুবরণ করলে জাহান্নামে যেতে হবে। আর তাই, হাদীসখানির আলোকে বলা যায়- জান্নাত পেতে হলে ঈমান ও ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল থাকতে হবে।

হাদীস-৫

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الْمُنَافِقِيْنَ ثَلاَثَةٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

অনুবাদ: আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মুনাফিকের নিদর্শন (প্রমাণ/উদাহরণ) তিনটি, সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানাত রাখলে খিয়ানাত করে।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৩৪)

ব্যাখ্যা: মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা বা খিয়ানত করা কবীরা গুনাহ। অন্যদিকে মুনাফিক ব্যক্তি অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। আর মুনাফিকের নিদর্শন, প্রমাণ বা উদাহরণের অর্থ হলো- মুনাফিক হওয়ার বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই হাদীসখানির বক্তব্য হলো- মিথ্যা বললে, ওয়াদা ভঙ্গ করলে বা খিয়ানত করলে মুনাফিক বলে গণ্য হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

তাই হাদীসখানির আলোকে বলা যায়- কবীরা গুনাহ তাওবার মাধ্যমে মাফ করে না নিয়ে মৃত্যুবরণ করলে জাহান্নামে যেতে হবে। আর তাই, হাদীসখানির আলোকে বলা যায়- জান্নাত পেতে হলে ঈমান ও ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল থাকতে হবে।

হাদীস-৬

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَجَعَلَ ذُبَابَةَ سَيْفِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْرِعًا فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ قُلْتَ لِفُلَانٍ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِنَا غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِينَ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ فَلَمَّا جُرِحَ اسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ.

অনুবাদ: সাহল ইবনে সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.)-এর সঙ্গে থেকে যে সমস্ত মুসলমান যুদ্ধ করেছেন, তাদের মাঝে একজন ছিল তীব্র আক্রমণকারী। নবী করীম (সা.) তার দিকে নজর করে বলেন- যে ব্যক্তি কোন জাহান্নামীকে দেখতে ইচ্ছা করে সে যেন এই লোকটার দিকে নজর করে। উপস্থিত লোকদের ভিতর থেকে এক ব্যক্তি সেই লোকটির অনুসরণ করলো। আর সে তখন প্রচণ্ডভাবে মুশরিকদের সঙ্গে মুকাবিলা করছিল। এক পর্যায়ে সে যখম হয়ে তাড়াতাড়ি মৃত্যুবরণ করতে চাইল। এ জন্যে সে তরবারীর তীক্ষ্ম দিকটি তার বুকের উপর দাবিয়ে দিল। দু'কাঁধের মাঝ দিয়ে তরবারীটি বক্ষ ভেদ করলো। এটি দেখে লোকটি নবী (সা.)-এর কাছে দৌড়ে এসে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি সত্যিই আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী হলো? লোকটি বলল, আপনি অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন, 'যে ব্যক্তি কোন জাহান্নামী লোক দেখতে চায় সে যেন এ লোকটাকে দেখে নেয়।' অথচ লোকটি অন্যান্য মুসলমানের তুলনায় অধিক আক্রমণকারী ছিল। সুতরাং আমার ধারণা হয়েছিল,

এ লোকটির মৃত্যু এহেন অবস্থায় হবে না। অতঃপর সে আঘাতপ্রাপ্ত হলো, তাড়াতাড়ি মৃত্যু কামনা করল এবং আত্মহত্যা করে বসল। নবী (সা.) এ কথা শুনে বললেন, নিশ্চয় কোন বান্দা জাহান্নামীদের আমল করে মূলত সে জান্নাতী। আর কোন বান্দা জান্নাতী লোকের আমল করে মূলত সে জাহান্নামী। নিশ্চয়ই আমলের ভাল-মন্দ নির্ভর করে তার শেষ আমলের উপর।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: বুখারী, হাদীস নং-৬২৩৩)

ব্যাখ্যা: আত্মহত্যা করা একটি কবীরা গুনাহ। তাই হাদীসখানি থেকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়- পরকালে আমলনামায় একটিও কবীরা গুনাহ থাকলে মু'মিন ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে (যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা করে তা মাফ করিয়ে না নেয়)। আর তাই, হাদীসখানির আলোকে বলা যায়- জান্নাত পেতে হলে ঈমান ও ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল থাকতে হবে।

হাদীস-৭

عَنْ أَنَسِ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلَاثًا قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا قَالَ إِذًا يَتَّكِلُوا وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا.

অনুবাদ: আনাছ ইবনে মালিক (রা.) বলেন, একদিন মুয়াজ বিন জাবাল (রা.) একই হাওদার ওপর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পিছনে আরোহণ করেছিলেন। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে ডাকলেন : হে মুয়াজ! মুয়াজ উত্তর করলেন : হে রাসূলুল্লাহ (সা.), আমি হাজির আছি ও (শুনতে) প্রস্তুত আছি। আবার রাসূলুল্লাহ (সা.) ডাকলেন, হে মুয়াজ! মুয়াজ উত্তর করলেন : হে রাসূলুল্লাহ (সা.), আমি হাজির আছি ও প্রস্তুত আছি। পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সা.) ডাকলেন : হে মুয়াজ! মুয়াজ উত্তর করলেন : হে রাসূলুল্লাহ (সা.), আমি হাজির আছি ও প্রস্তুত আছি। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) তিনবার ডাকলেন এবং মুয়াজ তিনবারই উত্তর দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন : যে ব্যক্তি অন্তরে সত্য জেনে এ ঘোষণা করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল-তাকে আল্লাহ হারাম করে দিবেন দোযখের জন্যে। তখন মুয়াজ আরজ করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.), আমি কি লোকদের এ সুখবর দিব না যাতে তারা খুশি হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন : না, (কারণ) তারা যদি এর ওপর নির্ভর করে (আমল

ছেড়ে দিয়ে) বসে থাকে? আনাছ (রা.) বলেন: মুয়াজ কেবল হাদীস গোপন করার অপরাধে দোষী হবার ভয়েই তাঁর মৃত্যুকালে এ সংবাদ দিয়ে যান।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ : সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৭)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে দেখা যায়, মুয়াজ (রা.) যখন হাদীসখানি অন্য লোকদের জানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তা নিষেধ করেছেন। আর এর কারণ হিসেবে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, তথ্যটি এভাবে প্রকাশ বা উপস্থাপন করলে ভুল বুঝে মানুষ আমলে সালেহ ছেড়ে দিতে পারে।

তাই হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রকৃতপক্ষে জানিয়েছেন যে- ঈমানের ঘোষণার সঙ্গে সে ঘোষণার সত্যতা প্রমাণকারী আমল থাকলে ব্যক্তির জন্যে জাহান্নাম হারাম হবে। অর্থাৎ ব্যক্তি জান্নাত পাবে। আর তাই, হাদীসখানির আলোকেও বলা যায়- জান্নাত পেতে হলে ঈমান ও ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল থাকতে হবে।

হাদীস-৮

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي نَفَرٍ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا فَلَمْ أَجِدْ فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَةٍ وَالرَّبِيعُ الْجَدْوَلُ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَا شَأْنُكَ قُلْتُ كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَقُمْتَ فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا فَفَزِعْنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ وَهَؤُلاَءِ النَّاسُ وَرَائِي فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ قَالَ اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ فَقَالَ مَا هَاتَانِ

النَّعْلاَنِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ هَاتَانِ نَعْلاَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي بِهِمَا مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَخَرَرْتُ لِاسْتِي فَقَالَ ارْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْهَشْتُ بُكَاءً وَرَكِبَنِي عُمَرُ فَإِذَا هُوَ عَلَى أَثَرِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَقِيتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَنِي بِهِ فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَيَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لِاسْتِي قَالَ ارْجِعْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلِّهِمْ.

অনুবাদ: আবু হুরাইরা (রা.) বলেন: একদিন আমরা একদল লোক রাসূলুল্লাহ (সা.) কে ঘিরে বসেছিলাম এবং আমাদের সহিত আবু বকর এবং ওমর (রা.)ও ছিলেন। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের মধ্য হতে উঠে চলে গেলেন এবং এত বিলম্ব করলেন যাতে আমরা শঙ্কাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম যে, না জানি তিনি আমাদের হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথায়ও বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেলাম এবং (রাসূলুল্লাহ সা. এর তালাশে) বের হয়ে পড়লাম। অবশ্য সকলের মধ্যে আমিই প্রথমে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তালাশে বের হয়ে পড়েছিলাম। তালাশ করতে করতে আমি বনি-নাজ্জার গোত্রের জনৈক আনছারীর এক প্রাচীরবেষ্টিত বাগানের নিকট পৌঁছালাম। চারদিক ঘুরে দেখলাম কোথাও কোন দরজা পাওয়া যায় কিনা, কিন্তু তা পেলাম না। হঠাৎ দেখি, বাইরের একটি কূপ হতে একটি ছোট নালা এসে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করেছে। আমি খুব সরু হয়ে তাতে প্রবেশ করলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট গিয়ে পৌঁছলাম।

আমাকে দেখে (সবিস্ময়ে) রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, আবু হুরাইরা না কি? আমি বললাম, জ্বী রাসূলুল্লাহ (সা.), আমি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন : ব্যাপার কী? (তুমি এখানে কেন?)। আমি বললাম : রাসূলুল্লাহ (সা.) ! আপনি আমাদের মধ্যে ছিলেন হঠাৎ উঠে চলে আসলেন এবং এত বিলম্ব করছেন যে আমাদের ভয় হয়েছে- না জানি আপনি আমাদের হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথাও

কোনরূপ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। এ জন্যে আমরা সকলেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি এবং সকলের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যস্ত হয়ে পড়ি। অতঃপর (তালাশ করতে করতে) এই বাগানের দিকে আসি এবং শৃগালের ন্যায় খুব সরু হয়ে এতে প্রবেশ করি। আর ঐ লোকেরা আপনার সংবাদের অপেক্ষায় আছে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর জুতা দু'টি আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'হে আবু হুরাইরা, (তুমি আমার পক্ষ হতে প্রেরিত হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ) আমার এই জুতা দু'টি নিয়ে যাও এবং এ বাগানের বাইরে এ ধরনের যে ব্যক্তির সাথেই তোমার সাক্ষাৎ হয় যে অন্তরের স্থির বিশ্বাসের সাথে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই বলে সাক্ষ্য দেয়, তাকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দাও। (বাইরে আসার পর) প্রথমেই হযরত ওমরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ জুতা দু'টি কেন? আমি বললাম : এটা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জুতা। এটাসহ তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন এরূপ কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলে, যে অন্তরে স্থির বিশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই বলে সাক্ষ্য দেয় তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতে। (এটা শুনে) ওমর আমার বুকের ওপর এমন জোরে ঘুষি মারলেন যে, আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। অতঃপর তিনি রাগের সঙ্গে বললেন : ফিরে যাও আবু হুরাইয়া! আমি আশ্রয়ের জন্যে কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট পৌঁছলাম। (দেখি) ওমরও আমার ঘাড়ে ছওয়ার হয়েছেন। তিনিও আমার পিছনে পিছনে এসে পৌঁছেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) (আমাকে কাঁদতে দেখে) জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার কী হল আবু হুরাইরা? আমি বললাম : হে রাসূলুল্লাহ (সা.), বাইরে আমি প্রথমেই ওমরকে পাই এবং যখনই আমি তাঁকে ঐ সুসংবাদ দেই যার জন্য আপনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন, তিনি আমার বুকে এমন জোরে ঘুষি মারলেন যে আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। অতঃপর তিনি (ওমর) আমাকে বললেন : যাও, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট ফিরে যাও! এটা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন : কেন এরূপ করলে ওমর? ওমর (রা.) বললেন : হে রাসূলুল্লাহ (সা.), আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক, আপনি আপনার জুতা সহকারে আবু হুরাইরাকে কি এ জন্যে পাঠিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি অন্তরে স্থির বিশ্বাসের সঙ্গে সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই তাকে সে যেন জান্নাতের সুসংবাদ দেয়? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন : হ্যাঁ। ওমর বললেন : (হে রাসূলুল্লাহ সা.) এ রকম করবেন না। আমার ভয় হয়, লোকেরা শুধু এর উপর ভরসা করে বসে থাকে (এবং আমল ছেড়ে দেয়)। তাই তাদের আমল করতে দিন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন : আচ্ছা তাদের (আমলের উপর) ছেড়ে দাও।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ : সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫২)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানি শুনার পর ওমর (রা.), আবু হুরাইরা (রা.) কে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি দেন। ঘুষিটি এমন জোরে ছিল যে, আবু হুরাইরা (রা.) মাটিতে পড়ে যান। কিন্তু ঐ ঘুষি দেয়ার কারণ জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (সা.) আবু হুরাইরা (রা.) কে ওমর (রা.)-এর কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে বলেননি বা ওমর (রা.)-কে বকাবকি এমনকি ধমকও দেননি। বরং তাঁকেই সমর্থন করেছেন।

তাই এ হাদীসখানি থেকে বুঝা যায়- রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর বক্তব্যে ঈমান থাকলে আমল না করলেও জান্নাত পাওয়া যাবে বুঝাননি। তিনি বুঝিয়েছেন- ঈমানের ঘোষণার সাথে ঈমানের দাবী অনুযায়ী আমল থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে।

হাদীস-৯

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ...يَا فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ، سَلِينِي بِمَا شِئْتِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا.

অনুবাদ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- **... ... ...** হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা! আমার সম্পদ থেকে যা কিছু খুশী চাও। (পরকালে) আল্লাহ নিকট (গুনাহর জন্য) জবাবদিহি করার ব্যাপারে তোমার কোনই উপকার করার ক্ষমতা আমার নেই।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫২৫)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানি থেকে জানা যায় যে পরকালে রাসূলুল্লাহ (সা.) তার প্রাণপ্রিয় কন্যাকেও গুনাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবেন না। নিজের প্রাণপ্রিয় কন্যাকে যদি তিনি রক্ষা করতে না পারেন তবে অন্য কারো ব্যাপারে তা পারার প্রশ্নই আসে না। হাদীসখানিতে গুনাহর ধরনের কথা উল্লেখ না থাকলেও সহজে বলা যায় রাসূলুল্লাহ (সা.) গুনাহ বলতে এখানে বড় (কবীরা) গুনাহকে বুঝিয়েছেন। কারণ ছোট গুনাহ নেক আমলের মাধ্যমে মাফ হয়ে যায়। তাই মু'মিনের আমলনামায় ছোট গুনাহ সাধারণত থাকে না।

পরকালে শাস্তি থেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হবে 'শাফায়াত'। তাই হাদীসখানি থেকে জানা যায়, পরকালে কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী ঈমানদার ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ (সা.) বা অন্য কেউ শাফায়াতের মাধ্যমে শাস্তি তথা জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে পারবেন না। অর্থাৎ তাদের চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

হাদীস-১০

عَنْ أُمِّ العَلاَءِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ لاَ أَدْرِىْ وَاللهِ لاَ أَدْرِىْ وَ أَنَا رَسُوْلُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلاَ بِكُمْ .

অনুবাদ: উম্মুল আ'লা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহর কসম, (আখিরাতে) আমার সাথে কী আচরণ করা হবে, তা আমি জানি না। আর এটাও আমি জানি না (সে দিন) তোমাদের সাথে কী ব্যবহার করা হবে। অথচ আমি আল্লাহর রাসূল।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭০১৮)

ব্যাখ্যা: রাসূল (সা.) দু'বার আল্লাহর কসম খেয়ে অর্থাৎ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, পরকালে তাঁর সঙ্গে এবং সাহাবায়ে কিরামদের সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করা হবে তা রাসূল হওয়া সত্ত্বেও তিনি জানেন না।

এ হাদীসখানির বক্তব্য উপরে উল্লেখিত সূরা আহকাফের ৯নং আয়াতের বক্তব্যের অনুরূপ। তাই এ হাদীসখানি ব্যাখ্যা করে সহজে বলা যায়- কবীরা গুনাহ রাসূল (সা.)-এর শাফায়াতের মাধ্যমেও মাফ হবে না।

হাদীস-১১.১

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُدْخِلُ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ، كُلٌّ خَالِدٌ فِيمَا هُوَ فِيهِ.

অনুবাদ: ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তখন একজন ঘোষক উভয়ের প্রতি ঘোষণা করবেন, হে জাহান্নামবাসী, তোমাদের আর মৃত্যু হবে না। হে জান্নাতবাসী, তোমাদেরও আর মৃত্যু হবে না। যে যেখানে আছ চিরদিন সেখানে থাকবে।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: মুসলিম, হাদীস নং-৭৩৬২)

হাদীস-১১.২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ.

অনুবাদ: আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, (মানুষকে জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ করানোর পর) ঘোষণা করা হবে, হে জান্নাতবাসী, চিরদিন থাক মৃত্যুহীনভাবে। হে জাহান্নামবাসী, চিরদিন থাক মৃত্যুহীনভাবে।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৬১৭৯)

হাদীস- ১১.৩

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُجَاءُ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحُ ... ...: فَيُوقَفُ بَيْنَ

الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ... ...قَالَ فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ، قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ ... ...

অনুবাদ: আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- ... ... কেয়ামতের দিন ছাগলের সুরতে মৃত্যুকে হাজির করা হবে। ... ... অতঃপর জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থানে তাকে আনা হবে... ... ... অত:পর তাকে জবাই করার নির্দেশ দেয়া হবে। তখন ঘোষণা করা হবে, হে জান্নাতবাসী, চিরদিন এখানে থাকবে তোমাদের আর মৃত্যু হবে না এবং হে জাহান্নামবাসী, চিরদিন এখানে থাকবে তোমাদের আর মৃত্যু হবে না... ... ... ।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৭৩৬০)

হাদীস- ১১.৪

عَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِمْ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْكُمْ مُخْبِرُكُمْ اِنَّ الْمَرَدَّ اِلَى اللهِ اِلَى الْجَنَّةِ اَوْ نَارِ خُلُوْدُ بِالاَمَوْتِ وَاَقَامَةِ بِالاَظْعَنُ فِيْ اَجْسَادِ لاَتَمُوْتَ.

অনুবাদ: মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, (সা.) তাঁকে ইয়েমেনে প্রেরণ করলে তিনি সেখানে পৌঁছে জনতাকে বলেন, হে লোকেরা, আমি তোমাদের কাছে রাসূল (সা.)-এর দূত হিসেবে এসেছি। তিনি তোমাদের এ খবর জানাতে বলেছেন যে, সকলকে আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। গন্তব্যস্থল হবে জান্নাত বা জাহান্নাম। উভয়টিতে অবস্থান হবে চিরস্থায়ী। মৃত্যু নেই সেখানে। নেই স্থানান্তর। সেখানকার অবস্থান হবে দৈহিক ও মৃত্যুহীন।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: তাবারানী, হাদীস নং- ৩৭৫)

হাদীস- ১১. ৫

عَنْ عَبْدَ الله قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قِيْلَ لاَهْلِ النَّارِ اِنَّكُمْ مَاكِثُوْنَ عَدَدَ كُلّ خَصَاةٍ لَفَرِحُوْابِهَا. وَلَوْ قِيْلَ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ اِنَّكُمْ مَاكِثُوْنَ عَدَدَ كُلِّ حَصَاةٍ لَحَزَنُوْا وَلَكِنْ جَعَلَ لَهُمُ الْاَبَدَ.

অনুবাদ: আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন- জাহান্নামবাসীদের যদি বলা হয় গুনাহের অংশ পরিমাণ সময় তোমারা জাহান্নামে থাকবে তবে তারা

খুব খুশি হবে। আবার জান্নাতবাসীদের যদি বলা হয় সওয়াবের অংশ পরিমাণ সময় তোমরা জান্নাতে থাকবে তবে তারা ভয়ানক দুঃখিত হবে। কিন্তু তাদের অবস্থান হবে চিরস্থায়ী।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: তাবারানী, হাদীস নং-১০৩৮৪)

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানি থেকে জানা যায়- পরকালে জাহান্নাম বা জান্নাত থেকে বের হয়ে আসার মতো কোন ঘটনা ঘটবে না। অর্থাৎ মু'মিন হোক বা কাফির হোক যে জান্নাতে যাবে সে চিরকাল সেখানে। আর যে জাহান্নামে যাবে সে চিরকাল সেখানে থাকবে।

♣♣ এ বিষয়ে ইমাম বুখারী (রহ.) তার বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ সহীহ বুখারীর বাবুল জানায়েজের (জানাজা পরিচ্ছেদ) শুরুতে বিখ্যাত তাবেয়ী ওহাব বিন মুনাব্বেহ (রহ.)-এর একটি বক্তব্য সংযোজন করেছেন যা নিম্নরূপ-

وَقِيلَ لِوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَلَيْسَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلاَّ لَهُ أَسْنَانٌ فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ وَإِلاَّ لَمْ يُفْتَحْ لَكَ.

অনুবাদ: ওহাব বিন মুনাব্বেহ (রহ.) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই-এই কালেমা কি জান্নাতের কুঞ্জি নয়? (সুতরাং আপনি আমলের জন্যে এত তাকিদ করেন কেন?) উত্তরে তিনি বললেন : নিশ্চয় (এটা কুঞ্জি); কিন্তু প্রত্যেক কুঞ্জিরই দাঁত থাকে। যদি তুমি দাঁতওয়ালা কুঞ্জি (আমলওয়ালা ঈমান) নিয়ে যাও, তবেই (জান্নাতের দরজা) তোমার জন্যে খোলা হবে; অন্যথায় তা তোমার জন্যে খোলা হবে না।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সহীহ বুখারী, বাবুল জানায়েজ)

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানি থেকে জানা যায়- ঈমান অবশ্যই জান্নাতের চাবি। কিন্তু বিশেষ চাবি দিয়ে নির্দিষ্ট তালা খুলতে গেলে যেমন ঐ চাবির বিশেষ ধরনের দাঁত থাকা লাগে, ঠিক তেমনই ঈমানরূপ চাবি দিয়ে জান্নাতের তালা খুলতে হলে ঐ চাবির বিশেষ ধরনের দাঁত থাকতে হবে। আর সে বিশেষ দাঁত হচ্ছে আমলে সালেহ।

হাদীসখানি থেকে তাই স্পষ্ট বুঝা যায়- ঈমানের সাক্ষ্য বা ঘোষণা দিলেই জান্নাত পাওয়া যাবে না। ঈমানের দাবী অনুযায়ী আমল থাকলেই শুধু জান্নাত পাওয়া যাবে।

সম্মিলিত শিক্ষা: এ হাদীসসমূহ পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করলে যে চূড়ান্ত শিক্ষা পাওয়া যায় তা হলো-

১. ঈমান ও ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে। আর সে আমল বলতে বুঝাবে কবীরা গুনাহ মুক্ত আমল

২. পরকালে আমলনামায় একটিও কবীরা গুনাহ থাকলে মু'মিনকে জাহান্নামে যেতে হবে

৩. মু'মিন হোক বা কাফির হোক- যে জান্নাতে যাবে সে চিরকাল সেখানে থাকবে। আর যে জাহান্নামে যাবে সে চিরকাল সেখানে থাকবে।

হাদীসসমূহের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা: এ হাদীসসমূহের বক্তব্য এ বিষয়ের কুরআন ও Common sense-এর তথ্যের অনুরূপ বা সম্পূরক (যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে)। তাই- এ হাদীসগুলো অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে। আর এ হাদীসগুলো হবে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত সবচেয়ে শক্তিশালী হাদীস। কারণ, এগুলোর বক্তব্য কুরআনের অনুরূপ বা সম্পূরক।

২. আমলের কথা উল্লেখ না করে 'ঈমান থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে'-এমন বক্তব্যধারণকারী হাদীস এবং সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

এ ধরনের বক্তব্য সম্বলিত কিছু হাদীস-

হাদীস- ১

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ... ... ... سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ.

অনুবাদ: উবাদা বিন ছামেত (রা.) বলেন, ... আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি- যে ঘোষণা করবে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রাসূল, তার জন্য আল্লাহ দোযখের আগুন হারাম করে দিয়েছেন।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সহীহ মুসলিম, হাদিস নং-১৫১)

হাদীস-২

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অনুবাদ: উসমান বিন আফফান (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- যে ব্যক্তি এটি জেনে (বিশ্বাস করে) মৃত্যুবরণ করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, সে জান্নাতে যাবে।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ১৪৫)

হাদীস- ৩

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ .

অনুবাদ: মু'য়াজ বিন জাবাল (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জান্নাতের চাবি হচ্ছে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২২১৫৫)

হাদীসসমূহের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা: এ হাদীসসমূহের বক্তব্য হলো- যার ঈমান আছে সে পরকালে জান্নাতে যাবে। তবে এখানে আমল লাগবে কি লাগবে না সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। কুরআনের আয়াত যেমন বাস্তব অবস্থার পরিপেক্ষিতে নাযিল হয়েছে তেমনি রাসূল (সা.)ও বাস্তব অবস্থার পরিপেক্ষিতে কথা বলেছেন বা কাজ করেছেন। তাই হাদীস থেকে শিক্ষা গ্রহণের একটি মূলনীতি হলো- একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে বিষয়টিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

এ হাদীসগুলোকে পূর্বে আলোচনা করা হাদীসগুলোর পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করলে যে চূড়ান্ত তথ্য বের হয়ে আসে তা হলো- ঈমান ও ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে। এ তথ্য কুরআন ও Common sense- এর তথ্যের অনুরূপ বা সম্পূরক। আর তাই এ হাদীসসমূহ এবং এ ধরনের বক্তব্য সম্বলিত অন্য যে হাদীস আছে সেগুলো গ্রহণযোগ্য হবে।

৩. ঈমান থাকলে আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকলেও ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর শাফায়াতের মাধ্যমে মাফ পেয়ে জান্নাত লাভ করবে- এমন বক্তব্য সম্বলিত হাদীস এবং সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী কিছু হাদীস-

হাদীস-১

عَنْ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ الْعَمَلِ.

অনুবাদ: উবাদা বিন ছামেত (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ ব্যতীত কোন মানুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর দাস ও রাসূল, ঈসাও ছিলেন আল্লাহর দাস ও রাসূল,

তাঁর বাঁদীর সন্তানও আল্লাহর কালেমা বিশেষ যা তিনি মরিয়মের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর পক্ষ হতে (প্রেরিত) রুহ এবং জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাত দান করবেন; তার আমল যা-ই থাকুক না কেন?

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৩৪৩৫)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানি থেকে জানা যায় যার ঈমান আছে সে পরকালে জান্নাতে যাবে তার আমলনামায় বড় (কবীরা) বা ছোট (ছগীরা) যে গুনাহই থাকুক না কেন।

হাদীস-২

عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ اَبْيَضُ وَهُوَ نَائِمٌ ، ثُمَّ اَتَيْتُه، وَ قَدْ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ : مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلى ذَالِكَ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ. قُلْتُ وَاِنْ زَنى وَاِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَاِنْ زَنى وَاِنْ سَرَق. قُلْتُ وَاِنْ زَنى وَاِنْ سَرَقَ؟ قَالَ : وَاِنْ زَنى وَاِنْ سَرَق عَلى رَغْمِ اَنْفِ اَبِيْ ذَرٍّ ، وَكَانَ اَبُوْ ذَرٍّ ، اِذَ حَدَّثَ بِهَاذَا قَالَ وَاِنْ رَغِمَ اَنْفُ اَبِيْ ذَرٍّ .

অনুবাদ: আবুজর গিফারী (রা.) বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর খেদমতে পৌঁছলাম। তখন তিনি সাদা কাপড় পরা অবস্থায় ঘুমিয়ে ছিলেন। অতঃপর আবার গেলাম। দেখি, তিনি জেগেছেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর যে বান্দাহ এ কথা বলবে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে বেহেশতে যাবে। আমি বললাম, যদি সে জেনা ও চুরি করে? তিনি বললেন, যদিও সে জেনা ও চুরি করে।আমি পুনঃ বললাম, যদি সে জেনা ও চুরি করে? তিনি বললেন, যদিও সে জেনা ও চুরি করে। আমি আবার বললাম, যদিও সে জেনা ও চুরি করে? তিনি বললেন, যদিও সে জেনা ও চুরি করে, আবুজরের নাক কাটা গেলেও (অর্থাৎ আবুজর পছন্দ না করলেও)। পরবর্তী রাবী বলেন, আবুজর যখনই এ হাদীস বর্ণনা করতেন, বলতেন আবু জরের নাক কাটা গেলেও।

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৯৬৯, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮১, মেশকাত হাদীস নং ২৪)

ব্যাখ্যা: চুরি করা একটি কবীরা গুনাহ। তাই হাদীসখানি থেকে জানা যায় যার ঈমান আছে সে পরকালে বেহেশতে যাবে তার আমলনামায় বড় (কবীরা) গুনাহ থাকলেও।

হাদীসখানির ব্যাপারে মেশকাত শরীফের অনুবাদকের ব্যাখ্যা: 'যদি কারো আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি অন্তরের বিশ্বাস ঠিক থাকে অথচ গুনাহ করিয়া তওবার পূর্বে মারা যায়, সে চিরকাল দোযখে থাকিবে না। হুযুর (সা.) বা অপর কোন মু'মিনের সুপারিশ দ্বারা অথবা গুনাহর পরিমাণ শাস্তি ভোগ করার পর অবশেষে সে বেহেশতে যাইবে। ইহাই আলহে সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের মত। খারেজী ও মু'তাজিলাদের মতে, সে চিরকাল দোযখে থাকিবে।'
(এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, ৩১. ০৮. ১৯৮৬, পৃষ্ঠা নং ৪৮। অনুবাদক মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আ'জমী)

হাদীস-৩

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي.

অনুবাদ: আনাস (রা.) বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, আমার উম্মতের কবীরা গুনাহকারীগণই বিশেষভাবে আমার শাফায়াত লাভ করবে।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৭৪১)

ব্যাখ্যা: রাসূল (সা.) নিশ্চয় কোন কাফির ব্যক্তিকে শাফায়াত করবেন না। তাই হাদীসখানি থেকে জানা যায়, যার ঈমান আছে তার আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকলেও পরকালে রাসূল (সা.) এর শাফায়াতের মাধ্যমে সে জান্নাত পেয়ে যাবে।

হাদীসসমূহের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা: এ হাদীসসমূহের বক্তব্য হলো- যার ঈমান আছে সে পরকালে রাসূল (সা.)-এর শাফায়াতের মাধ্যমে মাফ পেয়ে জান্নাত লাভ করবে। এ হাদীসসমূহ পূর্বে আলোচনাকৃত কুরআন ও Common sense-এর তথ্যের সরাসরি বিপরীত। কারণ, সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে- জান্নাত পেতে কবীরা গুনাহ মুক্ত হয়ে পরকালে যেতে হবে। তাই, এ হাদীসসমূহ রাসূল (সা.)-এর হাদীস হিসেবে কোনভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এ হাদীসসমূহ বিখ্যাত গ্রন্থকারদের গ্রন্থে কীভাবে স্থান পেলো সে আলোচনা পরে (পৃষ্ঠা নং ৭৪) আসছে।

৪.'ঈমানদার ব্যক্তি জাহান্নামে গেলেও কিছুকাল শাস্তি ভোগ করে শাফায়াত বা আল্লাহর ইচ্ছায় বের হয়ে এসে চিরকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবে'- এমন বক্তব্যধারণকারী হাদীস এবং সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী কিছু হাদীস-

হাদীস-১

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَذَهَبْنَا مَعَنَا بِثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ لَنَا عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ، فَإِذَا هُوَ فِي قَصْرِهِ فَوَافَقْنَاهُ يُصَلِّي الضُّحَى، فَاسْتَأْذَنَّا، فَأَذِنَ لَنَا وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقُلْنَا لِثَابِتٍ: لاَ تَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ أَوَّلَ مِنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ هَؤُلاَءِ إِخْوَانُكَ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ جَاءُوكَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ... ... ... فَيَأْتُونِي، فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَيُؤْذَنُ لِي، وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لاَ تَحْضُرُنِي الآنَ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحَامِدِ، وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ... ... ... أَعُودُ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ، فَأَنْطَلِقُ، فَأَفْعَلُ ... ... ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَيَقُولُ: وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي، وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

অনুবাদ: আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন মানুষ সমবেত অবস্থায় উদ্বেলিত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়বে। তাই তারা সকলে হযরত আদম আ. এর কাছে গিয়ে বলবে, আমাদের জন্যে আপনার রবের কাছে শাফায়াত করুন।... ... ... (এরপর হাদীসখানির কিছু অংশ জুড়ে বলা হয়েছে, লোকেরা আদম আ. এর পর ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা আ. এর নিকট শাফায়াতের জন্যে অনুরোধ করবে। কিন্তু তাঁদের সকলে নিজেদের

দুর্বলতা দেখিয়ে সে ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করবেন। শেষে ঈসা (আ.) তাদেরকে মুহাম্মাদ (সা.)এর নিকট যেতে বলবেন। এরপর হাদীসখানির বক্তব্য হলো-) তখন তারা সকলে আমার কাছে আসবে। আমি বলব, আমিই এই কাজের জন্যে। এবার আমি আমার রবের কাছে অনুমতির প্রার্থনা করব। আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। এ সময় আমাকে প্রশংসা ও স্তুতির এমন সব বাণী ইলহাম করা হবে, যা এখন আমার জানা নেই। আমি ঐ সব প্রশংসা দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করব এবং তাঁর উদ্দেশে সেজদায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। বল, তোমার বক্তব্য শোনা হবে। প্রার্থনা কর, যা চাইবে তা দেয়া হবে। আর শাফায়াত কর, কবুল করা হবে। তখন আমি বলব, হে রব! আমার উম্মত, আমার উম্মত! ... ... (আমার উম্মতের উপর রহম করুন, আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন) বলা হবে, যাও, যাদের অন্তরে যবের দানা পরিমাণ ঈমান আছে, তাদেরকে দোযখ হতে বের করে আনো । তখন আমি গিয়ে তাই করব।

(এরপর হাদীসখানিতে একই বর্ণনা ভঙ্গিতে বলা হয়েছে, রাসূল সা. মোট ৪ বার সেজদায় যেয়ে আল্লাহর নিকট উম্মতের জন্যে দোয়া করবেন। ২য় বারে আল্লাহর অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে যে সকল মানুষের অন্তরে অণু বা সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে তাদের তিনি দোযখ থেকে বের করে আনবেন। ৩য় বার অনুমতি পেয়ে তিনি যাদের অন্তরে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে দোযখ থেকে বের করে আনবেন। আর ৪র্থ বার অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে তিনি যা বলবেন বলে হাদীসখানিতে উল্লেখ আছে তা হলো-) হে রব! যারা শুধু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে, আমাকে তাদের জন্যও শাফায়াত করার অনুমতি দিন। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমার ইজ্জত ও জালাল এবং আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের কসম করে বলছি, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে, আমি নিজেই তাদেরকে দোযখ হতে বের করব।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৪৪৭৬, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫০০)

হাদীস-২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً فَقَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لاَ يُطِيْقُوْنَ فَيَقُوْلُ

النَّاسُ أَلاَ تَنْظُرُوْنَ مَنْ يَّشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَأْتُوْنَ آدَمَ وَ ذَكَرَ حَدِيْثَ الشَّفَاعَةِ ... ...

অনুবাদ: আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু গোশত আনা হল এবং তাঁর খেদমতে বাজুর গোশতটিই পেশ করা হল। মূলত তিনি এই গোশত খেতে বেশি পছন্দ করতেন। কাজেই তিনি তা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেলেন। তারপর বললেন, কিয়ামতের দিন আমি হব সমস্ত মানুষের সর্দার। যে দিন মানবমণ্ডলী রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে এবং সূর্য থাকবে খুব কাছে। পেরেশানি ও দুশ্চিন্তায় মানুষ এমন এক করুণ অবস্থায় পৌঁছবে, যা সহ্য করার শক্তি তাদের থাকবে না। তখন তারা (অস্থির হয়ে পরস্পরে) বলাবলি করবে, তোমরা কি এমন কোন ব্যক্তিকে খোঁজ করে পাও না, যিনি তোমাদের রবের কাছে তোমাদের জন্যে সুপারিশ করবেন? তখন তারা হযরত আদম (আ.) এর কাছে আসবে। ... ... এরপর হাদীসখানির বর্ণনা ৩.১ নম্বর হাদীসখানির 'তাই তারা সকলে হযরত আদম আ. এর কাছে যেয়ে বলবে, আমাদের জন্যে আপনার রবের কাছে শাফায়াত করুন' বক্তব্যের পরের অংশের বর্ণনার অনুরূপ।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৪৭১২, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫০১)

হাদীস-৩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ ..... حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُّخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُّخْرِجَهُ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ أَنْ يُّخْرِجُوْا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَيُخْرِجُوْنَهُمْ وَيَعْرِفُوْنَهُمْ بِأَثَرِ السُّجُودِ وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيُخْرِجُوْنَهُمْ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُوْنَ مِنْهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ... ...

অনুবাদ: আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, লোকেরা জিজ্ঞাসা করল ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ।... ... ... অবশেষে যখন আল্লাহ বান্দাদের বিচার-ফয়সালা

শেষ করবেন এবং (নিজের দয়া অনুগ্রহে) কিছু সংখ্যক ঐ ধরনের দোযখবাসীকে নাজাত দেয়ার ইচ্ছা করবেন, যারা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, তখন ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ করবেন, যারা একমাত্র আল্লাহর এবাদত করেছে, তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে আন। তখন তারা ঐ সব লোকের কপালে সেজদার চিহ্ন দেখে শনাক্ত করবেন এবং দোযখ হতে বের করে আনবেন। আর আল্লাহ তা'য়ালা সেজদার চিহ্নসমূহ পোড়ানো আগুনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। ফলে দোযখে নিক্ষিপ্ত প্রতিটি আদম সন্তানের সেজদার স্থানটি ব্যতীত গোটা দেহটি আগুন জ্বালিয়ে ফেলবে। তাই তাদেরকে এমন অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় দোযখ হতে বের করা হবে যে, তারা একেবারে কালো কয়লা হয়ে গিয়েছে। তখন তাদের উপর সঞ্জীবনী পানি ঢেলে দেয়া হবে। এর ফলে তারা এমনভাবে তরতাজা ও সজীব হযে উঠবে, যেমন কোন বীজ প্রবহমান পানির ধারে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে ... ... ।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৭৪৩৭, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৬৯)

হাদীস-৪

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ ... ... ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوشٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمِ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُوْمُوْنَ مَعَنَا وَيُصَلُّوْنَ وَيَحُجُّونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ فَيَقُوْلُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ

فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوْا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حُمَمًا فَيُلْقِيْهِمْ فِي نَهَرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهَرُ الْحَيْوةِ فَيَخْرُجُوْنَ كَمَا تَخْرُجُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيْلِ السَّيْلِ فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلاَءِ عُتَقَاءُ اللهِ الَّذِيْنَ أَدْخَلَهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوهُ فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ.

অনুবাদ: আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা কতিপয় লোক জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন কি আমরা আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ।... ... ... অতঃপর জাহান্নামের ওপর দিয়ে পুলসিরাত পাতা হবে এবং শাফায়াতের অনুমতি দেয়া হবে। তখন নবী-রাসূলগণ (স্ব-স্ব উম্মতের জন্যে) এই ফরিয়াদ করবেন, হে আল্লাহ! নিরাপদে রাখ। মু'মিনগণ পুলসিরাতের ওপর দিয়ে কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুতের গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ পাখির গতিতে এবং কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে আবার কেউ উটের গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ সহীহ-সালামতে বেঁচে যাবে। আবার কেউ এমনভাবে পার হয়ে আসবে যে, তার দেহ ক্ষত-বিক্ষত হবে এবং কেউ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে জাহান্নামে পড়বে। অবশেষে মু'মিনগণ জাহান্নাম হতে নিষ্কৃতি লাভ করবে। সে মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের প্রত্যেকে নিজের হক বা অধিকারের দাবিতে কত কঠোর, তা তো তোমাদের কাছে স্পষ্ট। কিন্তু কিয়ামতের দিন মু'মিনগণ তাদের সেই সমস্ত ভাইকে মুক্তির জন্যে আল্লাহর সাথে আরও অধিক ঝগড়া করবে, যারা তখনও দোযখে পড়ে রয়েছে। তারা বলবে, হে আমাদের রব! এই সমস্ত লোক আমাদের সাথে রোজা রাখত, নামাজ পড়ত এবং হজ আদায় করত। (সুতরাং তুমি তাদেরকে নাজাত দাও)। তখন আল্লাহ বলবেন, যাও, তোমরা যাদেরকে চিনো তাদেরকে দোযখ হতে মুক্ত করে আনো । তাদের চেহারা-আকৃতি পরিবর্তন করা দোযখের আগুনের ওপর হারাম করা হয়েছে। (তাই জান্নাতে প্রবেশের অনুমতিপ্রাপ্ত লোকেরা তাদের জাহান্নামবাসী ভাইদেরকে দেখে চিনতে পারবে)। তখন তারা

দোযখ হতে বহু সংখ্যক লোককে বের করে আনবে। অতঃপর বলবে, হে আমাদের রব! এখন সেখানে এমন আর একজন লোকও অবশিষ্ট নেই যাদেরকে বের করার জন্যে আপনি নির্দেশ দিয়েছেন। তখন আল্লাহ বলবেন, আবার যাও, যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদের সকলকে বের করে আনো। এতেও তারা বহু সংখ্যক লোককে বের করে আনবে। তারপর আল্লাহ বলবেন, পুনরায় যাও, যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদের সবাইকে বের করে আনো ! সুতরাং এতেও তারা বহু সংখ্যককে বের করে আনবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, আবার যাও, যাদের অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ ঈমান পাবে তাদের সকলকেও বের করে আন। এবারও তারা বহু সংখ্যককে বের করে আনবে এবং বলবে, হে আমাদের পরওয়ারদিগার! ঈমানদার কোন ব্যক্তিকেই আমরা আর জাহান্নামে রেখে আসিনি। তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন, ফেরেশতাগণ, নবীগণ এবং মু'মিনীন সকলেই শাফায়াত করেছে, এখন এক 'আরহামুর রাহেমীন' তথা আমি পরম দয়ালু ব্যতীত আর কেউই অবশিষ্ট নেই। **এই বলে তিনি মুষ্টিভরে এমন একদল লোককে দোযখ হতে বের করবেন যারা কখনও কোন নেক কাজ করেনি।** যারা জ্বলে-পুড়ে কালো কয়লা হয়ে গেছে। অতঃপর তাদেরকে জান্নাতের সম্মুখ ভাগের একটি নহরে ঠেলে দেয়া হবে, যার নাম 'নহরে হায়াত'। এতে স্রোতের ধারে যেমনিভাবে ঘাসের বীজ গজায়, তেমনিভাবে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গজাবে। তারা তা হতে বের হয়ে আসবে মুক্তার মত (চকচকে অবস্থায়)। তাদের ঘাড়ে সীলমোহর থাকবে। জান্নাতবাসীগণ তাদেরকে দেখে বলবে, এরা পরম দয়ালু আল্লাহর আযাদকৃত। আল্লাহ তায়ালা এদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। **অথচ পূর্বে এরা কোন নেক আমল করেনি।** অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, এই জান্নাতে তোমরা যা দেখছ, তা তোমাদেরকে দেয়া হল এবং এতদসঙ্গে অনুরূপ পরিমাণ আরও দেয়া হল।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৭৪৩৯, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৭২)

হাদীস- ৫

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً الْجَنَّةَ وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ فَيُقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ

كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً فَيَقُوْلُ رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لاَ أَرَاهَا هَا هُنَا فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

অনুবাদ: আবু যর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমি এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে অবগত আছি, যে জান্নাতীদের মধ্যে সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সর্বশেষ জাহান্নামী, যে তা হতে বের হয়ে আসবে। কিয়ামতের দিন তাকে আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। তখন ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, তার ছোট ছোট গুনাহ তার সম্মুখে উপস্থিত কর এবং বড় বড় গোনাহ দূরে রাখ। তখন তার ছোট ছোট গুনাহ তার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, আচ্ছা বল তো, অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কাজটি তুমি করেছিলে? সে বলবে, হ্যাঁ, করেছি। বস্তুত তা সে অস্বীকার করতে পারবে না। তবে তার বড় বড় গোনাহ উপস্থিত করা সম্পর্কে সে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। তখন তাকে বলা হবে, যাও! তোমার প্রতিটি গুনাহের স্থলে এক একটি নেকী দেয়া হল। তখন সে বলবে, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি তো এমন কিছু (বড় বড়) গুনাহও করেছিলাম, যেগুলোকে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না। বর্ণনাকারী হযরত আবু যর (রা.) বলেন, এ সময় আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে এমনভাবে হাসতে দেখেছি যে তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছিল।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৮৭)

হাদীস-৬

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُهَمُّوْنَ بِذَلِكَ فَيَقُوْلُوْنَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا اِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُوْنَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَيَقُوْلُوْنَ ... ... قَالَ فَيَأْتُوْنِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِيْ دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا أَنَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ اَنْ يَدَعَنِيْ فَيَقُوْلُ ارْفَعْ يَا مُحَمَّدُ وَقُلْ تُسْمَعْ اشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَهْ قَالَ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأُثْنِيْ عَلَى رَبِّيْ بِثَنَاءٍ وَبِتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُوْدُ الثَّانِيَةَ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّيْ فِيْ دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِيْ عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ

سَاجِدًا فَيَدَعُنِيْ مَاشَاءَ اللهُ اَنْ يَّدَعَنِيْ ثُمَّ يَقُوْلُ اِرْفَعْ يَامُحَمَّدُ وَ قُلْ تُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَهْ قَالَ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأُثْنِيْ عَلَى رَبِّيْ بِثَنَاءٍ وَبِتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ... ... حَتَّى مَا يَبْقَى فِيْ النَّارِ اِلاَّ مَنْ قَدْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُوْدُ... ... ...

অনুবাদ: আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন ঈমানদারদের (হাশরের ময়দানে) আটক করে রাখা হবে। এমন কি এতে তারা অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত ও অস্থির হয়ে পড়বে এবং বলবে, যদি আমরা আমাদের রবের কাছে কারো দ্বারা সুপারিশ করাই তা হলে হয়তো আমাদের বর্তমান অবস্থা হতে মুক্তি লাভ করে আরাম পেতে পারি। তাই তারা হযরত আদম (আ.) এর কাছে যাবে। ... ... (অতঃপর হাদীসখানির অনেকাংশ জুড়ে উল্লেখ করা যা বলা হয়েছে তা হলো- ঈমানদারগণ পর পর আদম আ., নূহ আ., ইব্রাহীম আ., মূসা আ. ও ঈসা আ. এর নিকট যাবেন। তাঁরা সকলেই তাঁদের দুর্বলতা উল্লেখ করে শাফায়াতের ব্যাপারে তাঁদের অপারগতা প্রকাশ করবেন। শেষে ঈসা আ. তাঁদের মুহাম্মাদ সা. এর নিকট যেতে বলবেন। মুহাম্মাদ সা. এর নিকট যাওয়ার পরের অংশে হাদীসখানিতে যা বলা হয়েছে তা হলো-) তখন আমি আমার রবের কাছে তাঁর দরবারে হাজির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করব, আমাকে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। আমি যখন তাঁকে দেখব, তখনই তাঁর উদ্দেশে সিজদায় পড়ে যাব, আল্লাহ আমাকে যতক্ষণ চাইবেন এই অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলবেন, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও এবং বল, তোমার কথা শোনা হবে। তুমি সুপারিশ কর, তা কবুল করা হবে। প্রার্থনা কর, যা চাইবে দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তখন আমি মাথা উঠাব এবং আমার রবের এমনভাবে প্রশংসা-স্তুতি বর্ণনা করব, যা তিনি সে সময় আমাকে শিখিয়ে দিবেন। অতঃপর আমি শাফায়াত করব কিন্তু এই ব্যাপারে আমার জন্যে একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। তখন আমি আল্লাহর দরবার হতে উঠে আসব এবং ঐ নির্দিষ্ট সীমার লোকদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। ... ...

(অতঃপর হাদীসখানির অনেকটি অংশ জুড়ে একই বর্ণনাসহকারে উল্লেখ করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ সা. মোট ৩ বার আল্লাহর অনুমতি নিয়ে দোযখে যাবেন এবং প্রত্যেক বারই বেশ কিছু দোযখীকে বের করে আনবেন। (তারপর হাদীসখানির বর্ণনা এরূপ-) অবশেষে কুরআন যাদেরকে আটকিয়ে রাখবে (যাদের জন্যে কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী চিরস্থায়ী দোযখবাস নির্ধারিত হয়ে গেছে,) তারা ব্যতীত আর কেউ দোযখে থাকবে না। ... ...

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৭৪৪০)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা: এ ধরনের আরো হাদীস, প্রচলিত হাদীসগ্রন্থে থাকতে পারে বা আছে। হাদীসসমূহ থেকে জানা যায়- পরকালে গুনাহর কারণে কোন ঈমানদার জাহান্নামে গেলে চিরকাল সেখানে থাকবে না। রাসূল (সা.) বা অন্য মানুষের শাফায়াত (সুপারিশ) অথবা আল্লাহ তা'য়ালা সরাসরি ইচ্ছায় দোযখ থেকে বের হয়ে এসে চিরকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবে। এবিভাগে এমন ঈমানদারও থাকবে যারা জীবনে কোন নেক আমল করেনি।

হাদীসসমূহের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা: এ হাদীসসমূহের বক্তব্য পূর্বে আলোচনাকৃত কুরআন ও Common sense-এর তথ্যের সরাসরি বিপরীত। কারণ, সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে-

১. জান্নাত পেতে হলে কবীরা গুনাহ মুক্ত হয়ে পরকালে যেতে হবে

২. পরকালে যারা জান্নাত বা জাহান্নামে যাবে তারা চিরকাল সেখানে থাকবে।

তাই, এ হাদীসসমূহ রাসূল (সা.)-এর হাদীস হিসেবে কোনভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আর এগুলো রাসূল (সা.)-এর হাদীস হলে ইসলাম হবে- অসৎ, দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, ভেজালদাতা, মিথ্যুক, আমানাতের খিয়ানাতকারী, ওয়াদা ভঙ্গকারী ইত্যাদি তৈরীর কারখানা (নায়ুজুবিল্লাহ)। এটি অবশ্যই হতে পারে না।

ঈমান থাকলে **(একদিন না একদিন) জান্নাত** পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার **বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত**

কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর উল্লিখিত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো-

১. 'ঈমান ও ঈমানের দাবী অনুযায়ী আমল থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে' বক্তব্য ধারণকারী হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে

২. 'ঈমান থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে' বক্তব্য ধারণকারী হাদীসও গ্রহণযোগ্য হবে

৩. 'ঈমান থাকলে আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা ব্যক্তিরা শাফায়াতের মাধ্যমে মাফ পেয়ে জান্নাত পাবে' বক্তব্য ধারণকারী হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না

৪. 'মু'মিন জাহান্নামে গেলেও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শাফায়াত বা আল্লাহর সরাসরি ইচ্ছায় মুক্তি পেয়ে চিরকালের জন্য জান্নাত পাবে' বক্তব্য ধারণকারী হাদীসও গ্রহণযোগ্য হবে না।

কুরআন ও Common sense- এর সরাসরি বিরোধী বক্তব্য ধারণকারী হাদীস বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থকারদের গ্রন্থে স্থান পাওয়ার বিষয়টি পর্যালোচনা

ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরিমিযি, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম বায়হাকী প্রমূখ মণীষীগণ জেনে- বুঝে কুরআন ও Common sense-এর সরাসরি বিপরীত বক্তব্য সম্বলিত কথা, রাসূল (সা.)-এর হাদীস হিসেবে তাদের গ্রন্থে লিখেছেন এটি আমরা দৃঢ়ভাবে অবিশ্বাস করি। এ কথা বললে বা বিশ্বাস করলে ঐ মহান ব্যক্তিগণ কুরআন একেবারেই জানতেন না এবং তাদের Common sense মোটেই জাগ্রত ছিল না বলা হবে। এটি অবশ্যই ঐ ব্যক্তিগণ সম্পর্কে মিথ্যা কথা। তাই এ কথা বললে বা বিশ্বাস করলে অবশ্যই কবীরা গুনাহ হবে।

এটি ঘটার একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হতে পারে- ঐ মহান ব্যক্তিদের অগোচরে বানানো কথার সাথে সনদ জুড়ে দিয়ে ষড়যন্ত্রকারীগণ কর্তৃক তাদের পাণ্ডুলিপি বা গ্রন্থে লিখে রাখা। জাল হাদীস প্রচারের এটি একটি পদ্ধতি ছিল তা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি (পৃষ্ঠা নং ৪৬)।

কবীরা গুনাহর সংখ্যা

আমরা নিশ্চিতভাবে জেনেছি যে- পরকালে আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকলে মু'মিনকে জাহান্নামে যেতে হবে এবং চিরকাল সেখানে থাকতে হবে। তাই, কবীরা গুনাহর প্রকৃত সংজ্ঞা এবং কবীরা গুনাহ কয়টি তা সকল মুসলিমকে ভাল করে জানতে হবে। প্রচলিত কথা হলো কবীরা গুনাহর সংখ্যা হলো- ৮০, ১০০, ১২০, ১৪০ ইত্যাদি। এ তথ্য সঠিক নয়।

গুনাহর প্রচলিত সংজ্ঞা

গুনাহের প্রচলিত সংজ্ঞা হলো- ইসলাম যে কাজ করাকে নিষেধ করেছে তা করা এবং যে কাজ করতে আদেশ দিয়েছে সেগুলো না করা।

গুনাহর প্রকৃত সংজ্ঞা

গুনাহর প্রকৃত সংজ্ঞা হলো- সমানের চেয়ে কম গুরুত্ব বা পরিমাপের ওজর (বাধ্য-বাধকতা/Excuse), অনুশোচনা (Repentance) ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করাকে গুনাহ বলে।

তাই প্রকৃত তথ্য হলো- নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়া এবং হলে তার মাত্রা নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর-

১. ওজর (বাধ্য-বাধকতা) ও তার মাত্রা
২. অনুশোচনা ও তার মাত্রা
৩. উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ও তার মাত্রা।

উল্লেখ্য ইসলামে করণীয় কাজ না করাও একটি নিষিদ্ধ কাজ।

বড় দাগে বিভিন্ন মাত্রার গুনাহ হওয়ার নীতিমালা

১. সমান (সমানুপাতিক) গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় বড়-ছোট যে কোন নিষিদ্ধ কাজ করলে কোন গুনাহ হয় না

২. প্রায় সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় বড়-ছোট যে কোন নিষিদ্ধ কাজ করলে ছগীরা (ছোট) গুনাহ হয়। তবে ছোট নিষিদ্ধ কাজ করার পর এটি ঘটার সম্ভাবনা কম। কারণ, কিছু ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছোট নিষিদ্ধ কাজটির গুরুত্বের সমান হয়ে যাবে

৩. মধ্যম গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করলে মধ্যম গুনাহ হয়। এটি শুধু বড় নিষিদ্ধ কাজের বেলায় ঘটবে

৪. প্রায় না থাকার মত ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় বড় নিষিদ্ধ কাজ করলে সাধারণ কবীরা গুনাহ হয়। এটিও শুধু বড় নিষিদ্ধ কাজের বেলায় ঘটবে

৫. ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতীত তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশী মনে নিষিদ্ধ কাজ করলে কুফরী (অস্বীকার করা) ধরনের কবীরা গুনাহ হয়। এটি বড় বা ছোট সকল নিষিদ্ধ কাজের বেলায় ঘটবে।

বড় নিষিদ্ধ কাজ (ধরা যাক চুরি) করার পর যখন যে মাত্রার গুনাহ হয়

১. জীবন বাচানো তথা বড় গুরুত্বের ওজর এবং প্রচণ্ড অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় চুরি করলে গুনাহ হবে না

২. প্রায় জীবন বাচানো গুরুত্বের ওজর এবং অনেক অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় চুরি করলে ছগীরা (ছোট) গুনাহ হবে

৩. মধ্যম গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় চুরি কাজ করলে মধ্যম গুনাহ হবে

৪. প্রায় না থাকার মত ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় চুরি করলে সাধারণ কবীরা গুনাহ হবে

৫. ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতীত তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশী মনে চুরি করলে কুফরী (অস্বীকার করা) ধরনের কবীরা গুনাহ হবে।

ছোট নিষিদ্ধ কাজ (ধরা যাক টুপি মাথায় না দেয়া) করার পর যখন যে মাত্রার গুনাহ হয়

১. সমান গুরুত্ব তথা ছোট গুরুত্বের ওজর এবং অল্প পরিমানের অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় টুপি মাথায় না দিলে গুনাহ হবে না

২. প্রায় সমান গুরুত্ব বা পরিমানের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় টুপি মাথায় না দিলে ছগীরা (ছোট) গুনাহ হবে। তবে এটি হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ, কিছু গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে সেটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে টুপি মাথায় দেয়া কাজটির গুরুত্বের সমান হয়ে যাবে

৩. ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতীত তথা ইচ্ছাকরে, খুশীমনে টুপি মাথায় না দিলে বা টুপি মাথায় দেয়াকে কটাক্ষ করলে কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ (কুফরীর গুনাহ) হবে।

কবীরা গুনাহর প্রকৃত সংখ্যা

উপরোক্ত তথ্যগুলো সামনে থাকলে সহজে বোঝা যায় কবীরা গুনাহর সংখ্যা অসংখ্যা। কারণ, একটি ছোট নিষিদ্ধ কাজ করলেও কবীরা গুনাহ হতে পারে যদি সেটি ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতীত তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশী মনে করা হয়।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'গুনাহর সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ'** (গবেষণা সিরিজ-২২) নামের বইটিতে।

শেষ কথা

সুধী পাঠক, বর্তমান বিশ্বে মুসলিমদের উপর যে বিপর্যয় নেমে এসেছে, আমার বিবেচনায় তার প্রধান কারণটি হচ্ছে, ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয় সম্পর্কে তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ভুল ধারণা। মৌলিক জ্ঞানে ভুল রেখে কোন কাজ করলে ব্যর্থতা অনিবার্য। তাই মুসলিমদের ধ্বংস করার জন্যে ইবলিস শয়তানের এখন আর আমল করতে নিষেধ করার দরকার পড়ে না। বরং বেশি বেশি করে আমল করতেই সে বলে। কারণ, ইবলিস জানে, ইসলামী জ্ঞানে অনেক মৌলিক ভুল ঢুকিয়ে দিতে এবং মুসলিমদের তা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করাতে সে সক্ষম হয়েছে। মৌলিক বিষয়ে ঐ ভুল ধারণাসমূহ মুসলিম জাতির যে ক্ষতি করেছে, করছে এবং উৎখাত না করতে পারলে ভবিষ্যতেও করবে, শত শত পরমাণু বোমাও (Atom Bomb) তা করতে পারবে না।

কুরআন, হাদীস ও Common sense এর তথ্য পর্যালোচনা করে ঐ ধরনের যে সকল বিষয় আমার নিকট ধরা পড়ছে জাতির কল্যাণের জন্যে কুরআন, হাদীস ও Common sense এর দলিলসহ তা তুলে ধরেছি। এ কাজ করতে গিয়ে নিজের ব্যক্তিগত কোন মত কারো ওপর চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা আমার বিন্দুমাত্র নেই। তবে আমার মনে হয়, প্রতিটি বিষয়ে কুরআন, হাদীস ও Common sense এর যে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলো জানার পর ঐ সকল বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো Common sense ধারী ও কুরআন-সুন্নাহে বিশ্বাসী মানুষের পক্ষে একটুও কঠিন হওয়ার কথা নয়।

আলোচ্য বিষয়টি কুরআন, হাদীস ও Common sense এর তথ্য সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। তথ্যগুলো জানার পর সম্মানিত প্রতিটি পাঠকই সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করার ব্যাপারে স্বাধীন। সকল পাঠকের এ কথাও মনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) বাদে অন্য কারো কথা বিনা যাচাইয়ে বা চোখ বন্ধ করে মেনে নেয়া শির্ক-এর গুনাহ। কারণ, তাতে ঐ ব্যক্তিকে নির্ভুল মনে করা হয়। নির্ভুলতা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সিফাত (গুণ)। আর নবী-রাসূল (আ.)গণ নির্ভুল এ জন্যে যে, তাঁদের আল্লাহ ভুলের উপর থাকতে দেননি। তাই, সবার নিকট ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরিয়ে দেয়ার অনুরোধ রেখে এবং দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহঃ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বুঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেনো আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. আ'মল কবুলের শর্তসমূহ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেনো?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক অবস্থান জানার সহজ ও সঠিক উপায়
৯. ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেনো?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও Common sense ব্যবহারের নীতিমালা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেনো?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াত দ্বারা কবীরাহ গুনাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরাহ গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের অর্থ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড় গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা

৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ বের করা মুসলিম জাতির জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কী?
৩৪. কুরআনের সরল অর্থ জানা ও সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামার, অনুবাদ, উদাহরণ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (আরবী ও বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. শতবার্তা
(পকেট কনিকা, যাতে আছে উপরোল্লিখিত ৩৪টি বইয়ের মূল শিক্ষাসমূহ)
৪. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান
(যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৫. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থানঃ

❑ কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১,শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
ফোন: ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭

❑ দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল
৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
ফোন: ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরীগুলোতে পাওয়া যায়-

ঢাকা

❑ **প্রফেসর'স বুক কর্ণার,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭,
মোবা: ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
❑ **প্রফেসর'স পাবলিকেশন'স**, ওয়্যারলেস রেলগেইট, মগবাজার, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭১১১৮৫৮৬
❑ **আহসান পাবলিকেশন্স**, কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা,
মোবাইল: ০১৬৭৪৯১৬৬২৮
❑ **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার,
মোবা: ০১৭২৮১১২২০০
❑ **কাটাবন বুক কর্ণার,** কাটাবন মোড়, শাহাবাগ, মোবা: ০১৯১৮৮০০৮৪৯
❑ **আইডিয়াল বুক সার্ভিস**, সেনপাড়া (পর্বতা টওয়ারের পাশে), মিরপুর-১০, ঢাকা,
মোবা: ০১৭১১২৬২৫৯৬

- **Good World লাইব্রেরী,** ৪০৭/এ খিলগাও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯
  মোবাইল: ০১৮৭৩১৫৯২০৪
- **বিচিত্রা বুকস এ্যান্ড স্টেশনারি**, ৮৭, বিএনএস সেন্টার (নিচ তলা), সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা, মোবা: ০১৮১৩৩১৫৯০৫, ০১৮১৯১৪১৭৯৮
- **জামির কোচিং সেন্টার**, ১৭/বি মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা। মোবাইল:০১৯৭৩৬৯২৬৪৭
- **সালেহীন প্রকাশনী** ১৪-এ/৫, শহীদ সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা,
  মোবা: ০১৭২৪৭৬৬৬৩৫
- **সানজানা লাইব্রেরী** ১৫/৪, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
  মোবা: ০১৮২৯৯৯৩৫১২
- **আল ফারুক লাইব্রেরী,** হযরত আলী মার্কেট, টঙ্গী বাজার, টঙ্গী,
  মোবা: ০১৭২৩২৩৩৩৪৩
- **মিল্লাত লাইব্রেরী,** তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা গেইট, গাজীপুর
  মোবাইল: ০১৬২৫৯৪১৭১২, ০১৮৩০৪৮৭২৭৬
- **বায়োজিদ অপটিক্যাল এন্ড লাইব্রেরী**, ডি.আই.টি মসজিদ মার্কেট, নারায়নগঞ্জ
  মোবা: ০১৯১৫০১৯০৫৬
- **মমিন লাইব্রেরী**, ব্যাংক কোলনী, সাভার, ঢাকা, মোবাইল: ০১৯৮১৪৬৮০৫৩
- **বিশ্বাস লাইব্রেরী,** ৮/৯ বনশ্রী (মসজিদ মার্কেট) আইডিয়াল স্কুলের পাশে
- **এমদাদিয়া লাইব্রেরী**, বাইতুল মোকাররম দক্ষিন গেইট, গুলিস্থান, ঢাকা
  মোবাইল:০১৭৮৭৭২০৮০৯
- **ইনসাফ লাইব্রেরী এ্যান্ড জেনারেল স্টোর,** আইডিয়াল স্কুল লেন, যাত্রাবাড়ী
  মোবাইল:০১৬৭৩৪৯৪৯১৯
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** ষ্টেশন রোড, নরসিংদী, মোবাইল:০১৯১৩১৮৮৯০২

চট্টগ্রাম

- **আজাদ বুকস্,** ১৯ শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
  মোবা: ০১৮১৭৭০৮৩০২, ০১৮২২২৩৪৮৩৩
- **ফয়েজ বুকস্,** শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
  মোবা: ০১৮১৪৪৬৬৭৭২, ০১৮৬৪৪৬৯১৭৭
- **নোয়া ফার্মা,** নোয়াখালী, ০১৭১৬২৬৭২২৪
- **ভাই ভাই লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী**, ষ্টেশন রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী,
  মোবাইল: ০১৮১৮১৭৭৩১৮
- **আদর্শ লাইবেরী এডুকেশন মিডিয়া**, মিজান রোড, ফেনী
  মোবাইল: ০১৮১৯৬০৭১৭০
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** ইসলামিয়া মার্কেট, লাকসাম, কুমিল্লা,
  মোবাইল: ০১৭২০৫৭৯৩৭৪
- **ফয়জিয়া লাইব্রেরী**, সেকান্দর ম্যানশন, মোঘলটুলি, কুমিল্লা,
  মোবাইল: ০১৭১৫৯৮৮৯০৯

খুলনা

- ❑ **ছালেহিয়া লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা
  মোবাইল: ০১৭১১-২১৭২৮৮
- ❑ **তাজ লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা, মোবাইল: ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩
- ❑ **হেলাল বুক ডিপো**, ভৈরব চত্তর, দড়াটানা, যশোর।
  মোবাইল: ০১৭১১-৩২৪৭৮২
- ❑ **এটসেটেরা বুক ব্যাংক,** মাওলানা ভাষানী সড়ক, ঝিনাইদহ, মোবা: ০১৯১৬-৪৯৮৪৯৯
- ❑ **আরাফাত লাইব্রেরী**, মিশন স্কুলের সামনে, কুষ্টিয়া, মোবাইল: ০১৭১২-০৬৩২১৮
- ❑ **আশরাফিয়া লাইব্রেরী**, এম. আর. রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় গেট,
  মাগুরা। মোবাইল: ০১৯১১৬০৫২১৪

সিলেট

- ❑ **বুক হিল,** রাজা ম্যানশন, নিচতলা, জিন্দা বাজার, ঢাকা
  মোবাইল: ০১৯৩৭৭০০৩১৭
- ❑ **সুলতানিয়া লাইব্রেরী**, টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭৮০৮৩১২০৯
- ❑ **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড ষ্টেশনারী,** ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ
  মোবাইল: ০১৭২৫৭২৭০৭৮
- ❑ **কুদরতিয়া লাইব্রেরী**, সিলেট রোড, সিরাজ শপিং সেন্টার, মৌলভীবাজার,
  মোবা: ০১৭১৬৭৪৯৮০০

রাজশাহী

- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী
  মোবা: ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫-০৯৪০৭৭
- ❑ **আদর্শ লাইব্রেরী**, বড় মসজিদ লেন, বগুড়া, মোবা: ০১৭১৮-৪০৮২৬৯
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর
  মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭
- ❑ **আল বারাকাহ লাইব্রেরী,** বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, মোবাইল:০১৭৯৩-২০৩৬৫২